CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-146 ■ 25 February, 2026 ■ আগরতলা ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ১২ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

২৯ বছর পর খুনের মামলার রায়

খুনীর যাবজ্জীবন কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। প্রায় ২৯ বছর পর খোয়াই জেলার এক খুন মামলার রায় ঘোষণা করল আদালত। খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলা ও সেশনস জজ আদালত অভিযুক্ত রতন দেববর্মাকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ভোর প্রায় ৫টা নাগাদ মুদিবারি এলাকায় শ্যালিকার বাড়িতে স্ত্রী ছবি রানি দেববর্মা (২৫)-কে কুঠার দিয়ে আঘাত করে হত্যা করার অভিযোগ ওঠে রতন দেববর্মার বিরুদ্ধে। ঘটনার পর খোয়াই থানায় ৩০২ ধারায় মামলা রুজু হয় (খোয়াই থানার মামলা নং ৮২/১৯৯৬, তারিখ ২৬/০৯/১৯৯৬)। বর্তমানে আগরতলার ডেপুটি এসপি (ট্রাফিক) প্রণব দাস ছিলেন এই মামলার তদন্তকারী অফিসার।

দীর্ঘ তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়ার পর ২০২৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি আদালত রায় ঘোষণা করে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তৎকালীন তদন্তকারী অফিসার দক্ষতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণসহ অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করেন, যার ভিত্তিতেই আদালতে শক্তিশালী মামলা গঠন সম্ভব হয়। খোয়াই জেলা পুলিশের পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার ফলেই দীর্ঘদিনের এই মামলায় শেষ পর্যন্ত ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়েছে বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের। প্রায় তিন দশক পর রায় ঘোষণায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বিচার সম্পন্ন হওয়ায় এদিন দীর্ঘকাল ধরে চলা এক খুন মামলার নিষ্পত্তি ঘটলো।

দিল্লিতে অরুণাচলের ৩ তরুণীর উপর বর্ণবিদ্বেষমূলক হেনস্থা

কড়া পদক্ষেপের দাবি উত্তর-পূর্বের মুখ্যমন্ত্রীদের

নয়াদিল্লি/ইটানগর, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। দক্ষিণ দিল্লির মালব্য নগরে অরুণাচল প্রদেশের তিন তরুণীর উপর কথিত বর্ণবিদ্বেষমূলক নির্যাতন ও হেনস্থার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন পেমা খান্ডু। তিনি দিল্লি পুলিশের কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত ও কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী এক্স-এ (সাবেক টুইটার) পোস্ট করে লেখেন, "মালব্য নগরে বসবাসরত অরুণাচল প্রদেশের আমাদের তিন তরুণী বোনের উপর বর্ণবিদ্বেষমূলক নির্যাতনের লজ্জাজনক ঘটনাকে তীব্র নিন্দা জানাই। এ ধরনের আচরণ একেবারেই অগ্রহণযোগ্য এবং সভ্য সমাজে এর কোনও স্থান নেই।" তিনি জানান, বিষয়টি জানার পরই তিনি দিল্লি পুলিশের কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছেন। অভিযুক্তরা পলাতক, তবে তাঁদের দ্রুত গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। "আমরা আমাদের তিন বোনের পাশে আছি। তাঁদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার," বলেন তিনি।

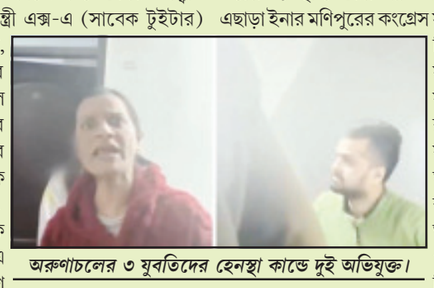

অরুণাচলের ৩ যুবতিদের হেনস্থা কান্ডে দুই অভিযুক্ত।

ঘটনার নিন্দা করেছেন কনরাড কে সাংমা-ও। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বের মহিলাদের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষ ও যৌন হেনস্থা যেন কেবল শিরোনামে এসে মিলিয়ে না যায়। একইসঙ্গে নাগাল্যান্ডের এক বাসিন্দা এআইআইএমএস গোরখপুরের চিকিৎসকের উপর যৌন ও বর্ণবিদ্বেষমূলক হেনস্থার ঘটনাকেও তিনি লজ্জাজনক বলে মন্তব্য করেন। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

এছাড়া ইনার মণিপুরের কংগ্রেস সাংসদ অনুসরণ এবং সিকিমের লোকসভা সদস্য ইন্দ্র হাং সুব্বা-সহ একাধিক রাজনৈতিক নেতা ও সংগঠনও পৃথকভাবে ঘটনার নিন্দা করে কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০ ফেব্রুয়ারি ভাড়া করা ফ্ল্যাটে এসি বসানোর জন্য ড্রিলিংয়ের কাজ চলাকালীন নিচের তলায় ধুলো পড়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বচসা বাধে। অভিযোগ, সেই সময় এক দম্পতি তিন তরুণীকে 'ধন্ধেওয়ালি' বলে কটূক্তি করেন এবং উত্তর-পূর্বের মানুষদের লক্ষ্য করে বর্ণবিদ্বেষমূলক মন্তব্য করেন। ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩-এর বিভিন্ন ধারায় ☛৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত-ভুটান সংসদীয় মৈত্রী দলের সভাপতি সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। ১৮তম লোকসভার মেয়াদের জন্য ভারত-ভুটান সংসদীয় মৈত্রী দল গঠন করা হয়েছে। লোকসভার স্পিকার এই দলের সভাপতি হিসেবে পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব-কে মনোনীত করেছেন।

লোকসভা সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে, দুই দেশের সংসদ সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সৌহার্দ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার লক্ষ্যেই এই সংসদীয় মৈত্রী দল গঠন করা হয়েছে। ১৮তম লোকসভার পুরো সময়কাল জুড়ে এই দল কার্যকর থাকবে।

উল্লেখ্য, ভারত ও ভুটানের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। সংসদীয় মৈত্রী গোষ্ঠীর মাধ্যমে দুই দেশের আইনপ্রণেতাদের মধ্যে নিয়মিত মতবিনিময় ও পারস্পরিক সফরের সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই মনোনয়নের ফলে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সাংসদের প্রতিনিধিত্ব আরও সুদৃঢ় হবে বলেও রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

মোট ১১ জন সদস্য নিয়ে এই দল গঠন করা হয়েছে।

যার সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবকে। এছাড়াও থাকছেন, কলাবেন মোহনভাই ডেলকার, সাংসদ (লোকসভা), উমেশনাথ বাল্যোগি, সাংসদ (রাজ্যসভা), রাজাভাউ পরাগ প্রকাশ ওয়াজে, সাংসদ (লোকসভা), অজেন্দ্র সিং লোধি, সাংসদ (লোকসভা), ডা. কিরসান নামদেও, সাংসদ (লোকসভা), লুম্বারাম চৌধুরী, সাংসদ (লোকসভা), ভারত সিং কুশওয়াহ, সাংসদ (লোকসভা)

রাজাথি আলিয়াস সালমা, সাংসদ (রাজ্যসভা), এ ডি সিং, সাংসদ (রাজ্যসভা), উদয়নরাজে ভোঁসলে, সাংসদ (লোকসভা)।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে সমন্বয় জোরদারের উপর গুরুত্ব সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস)।। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় আরও শক্তিশালী করার উপর জোর দেন।

ভারত নির্বাচন কমিশন আয়োজিত জাতীয় রাউন্ড টেবিল সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, নির্বাচনী তালিকা ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সেরা অভ্যাসগুলির বিনিময়ে সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করা জরুরি। এতে দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশী উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী ভাষণে সিইসি পুনরায় বলেন, নির্বাচনী তালিকা প্রস্তুতিতে একরূপতা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব।

সান্ধু রাজ্য নির্বাচন কমিশনারদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা থেকে শেখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আস্থা হলো প্রতিটি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ভিত্তি, তাই কেন্দ্র ও রাজ্যের নির্বাচন সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় অপরিহার্য।

অন্যদিকে, ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরে বিবেক জোশী বলেন, ইসিআইনেট প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কেন্দ্র ও ☛৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লিতে ত্রিপুরার ছাত্রী নির্যাতিত

অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বাম নেত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। দিল্লির গুরগাঁওয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে নৃশংস নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ত্রিপুরার এক ছাত্রী। ওই ঘটনায় বামপন্থী নারী সংগঠন সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ মহা নির্দেশকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাতে চেয়েছিল। তবে আগে থেকে আনুষ্ঠানিক চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত সাক্ষাৎ সম্ভব নয় বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে জানানো হয়।

পরবর্তীতে সংগঠনের পক্ষ থেকে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ মহা নির্দেশকের উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সংগঠনের নেত্রীরা জানান,দিল্লির গুরগাঁওয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে নৃশংস নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ত্রিপুরার এক ছাত্রী। তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালানো হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে ভবিষ্যতে এমন অপরাধ রুখে দেওয়া কঠিন হবে। তারা দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

আজ পর্ষদের দ্বাদশমানের পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আজ ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পর্ষদ সভাপতি ড. ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী এখবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট পরিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২ হাজার ৪ জন। এর মধ্যে মাদ্রাসা আলিম পরিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫৫ জন। এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৬ হাজার ৪১১জন। এর মধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের পরীক্ষার্থী রয়েছেন একজন। মাদ্রাসা ফাজিল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮৫ জন।

'কেরালা' থেকে 'কেরালম': রাজ্যের নাম পরিবর্তনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 'কেরালা' রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে 'কেরালাম' করার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে।

মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সংবিধানের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী কেরালা (নাম পরিবর্তন) বিল, ২০২৬ বিলটি কেরালার রাজ্য বিধানসভায় মতামত জানানোর জন্য পাঠাবেন। রাজ্য বিধানসভার মতামত পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে এবং রাষ্ট্রপতির সুপারিশ সাপেক্ষে বিলটি সংসদে উত্থাপন করা হবে।

কেরালা বিধানসভা ২০২৪ সালের ☛৬ এর পাতায় দেখুন

ঝাড়খন্ডে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দুর্ঘটনায় ৭ জনের মৃত্যু

রাঁচি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। ঝাড়খণ্ডের চতরা জেলায় একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ভেঙে পড়ে সাতজন আরোহীর সকলেই নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই মর্মান্তিক ঘটনার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যায় রাঁচি থেকে দিল্লিগামী একটি মেডিক্যাল চার্টার বিমান চতরা জেলার কাসারিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় ভেঙে পড়ে। বিমানে দুইজন ক্রু সদস্যসহ মোট সাতজন ছিলেন।

নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ক্যাপ্টেন বিবেক বিকাশ ভগত, ক্যাপ্টেন সাভরাজদীপ সিং, ডা. বিকাশ কুমার গুপ্তা, সচিন কুমার মিশ্র, সঞ্জয় কুমার, অর্চনা দেবী এবং ধুরু কুমার।

বিমানটি ছিল একটি বিচক্রাফ কিং এয়ার (বিই৯এল) মেডিক্যাল চার্টার ফ্লাইট যা দিল্লিভিত্তিক সংস্থা রেডবার্ড এয়ারওয়েজ পরিচালনা করছিল। নিহত সঞ্জয় কুমার লাতেহার জেলার চাঁদওয়ার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রায় ৬৫ শতাংশ পোড়া জখম নিয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন। স্থানীয় চিকিৎসকেরা উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে দিল্লিতে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন। এরপর পরিবার এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে। সঞ্জয়ের ☛৬ এর পাতায় দেখুন

ঝাড়খণ্ড এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দুর্ঘটনা 'অত্যন্ত বড় ঘটনা': জবাবদিহি চাইলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইরফান আনসারি

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। ঝাড়খণ্ডের চতরা জেলায় এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দুর্ঘটনাকে "অত্যন্ত মর্মান্তিক" ও "খুব বড় ঘটনা" বলে মন্তব্য করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইরফান আনসারি। তিনি নিশ্চিত করেছেন, দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা সাতজনের সকলেই নিহত হয়েছেন।

দুর্ঘটনার পর চতরায় পৌঁছে আনসারি জানান, রোগীকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার সময় বিমানটি রাডার থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। পরে জানা যায়, চতরার জঙ্গলে বিমানটি ভেঙে পড়েছে।

মন্ত্রী বলেন, গতকাল সন্ধ্যায় এক রোগীকে রেডবার্ডের ফ্লাইটে দিল্লি নেওয়া হচ্ছিল। তখনই খবর পাই, বিমানটি রাডার থেকে হারিয়ে গেছে। পরে জানা যায়, চতরার জঙ্গলে সেটি ভেঙে পড়েছে। বিমানে সাতজন ছিলেন। উদ্ধারকাজ চালানো হলেও সকলকেই মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এটি অত্যন্ত বড় ঘটনা। বিমানটি দিল্লিভিত্তিক সংস্থা রেডবার্ড ☛৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে চাকরি দিচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যবাসীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে চাকরি প্রদান করছে। স্বচ্ছতার সঙ্গে বেকার যুবক যুবতীদের চাকরি দেওয়া হচ্ছে বলেই সবার সামনে চাকরির অফার বন্টন করা হচ্ছে। এতে কোনও লুকোচুরির বিষয় নেই। আজ প্রজ্ঞাভবনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৫২ জনের হাতে টি.এফ.এস. গ্রেড-ওয়ান ফিসারি অফিসার পদের অফার প্রদান করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, সরকারের প্রতিটি কাজের লক্ষ্যই হচ্ছে জনকল্যাণ। জনকল্যাণে চাকরি প্রদান থেকে শুরু করে একের পর এক নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, যোগ্য ব্যক্তিদেরই বর্তমানে চাকরি হচ্ছে। পড়াশোনার মধ্য দিয়ে যারা নিজেদের যোগ্য বলে প্রমাণ করছেন তারাই বিভিন্ন পদে চাকরি পাচ্ছেন। চাকরির জন্য এখন কোনও সুপারিশ নিয়ে আসতে হয় না।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে অতীতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ সহ দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে চাকরি করা কষ্টকর ছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি পাল্টেছে। রাজ্যে এখন এক সুন্দর শান্তির পরিবেশ বিরাজ করছে। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়ায় রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এর সুফল ভোগ করছেন রাজ্যবাসী। সেক্ষেত্রে দূরবর্তী স্থানে চাকরি করা এখন আর কষ্টকর নয়। বিভিন্ন পদে যারা চাকরি পাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিজেদের দক্ষতা সব সময় বাড়াতে হবে। মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করতে হবে। জীবন শুধু নিজের জন্য নয়, জীবন অন্যের জন্যও এই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। যারা বিভিন্ন সাহায্যের প্রত্যাশা নিয়ে সরকারি দপ্তরগুলিতে আসেন তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে ☛৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স

রাজ্যের কৃষকদের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের দাবি রতন নাথের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরার কৃষকদের জন্য অতিরিক্ত তহবিলের দাবি করেছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। আজ কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে ত্রিপুরার কৃষকদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের দাবি জানিয়েছেন।

তিনি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে আরকেভিওয়াই-ডিপিআর প্রকল্পের অধীনে ৩০,০০০ হেক্টর হাইব্রিড ধান চাষের সুবিধা দেওয়ার জন্যও অনুরোধ করেছেন। মন্ত্রী এই তথ্য জানিয়েছেন ☛৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়োগের দাবিতে টেট পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। একত্রে নিয়োগের দাবিতে ফের শিক্ষা ভবনের ঘেরাও করেন টেট পরীক্ষার্থী বেকার যুবক যুবতীরা। বিক্ষোভ চলাকালীন শিক্ষা ভবন থেকে অর্থমন্ত্রীর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে মিছিল শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। সেই সময় পুলিশ তাঁদের অফিস লাইন এলাকায় আটকে দেয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে এবং আন্দোলনকারীদের আটক করে এডি নগর মাঠে নিয়ে যায়। আন্দোলনকারীদের দাবি, অতিসত্বর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে রাজ্যে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করা হোক।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, কিছুদিন আগে শিক্ষা দপ্তরের তরফে টেট ওয়ানের জন্য ১০৩৩টি এবং টেট টুর জন্য ১০২০টি ☛৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবিতে কৈলাসহরের দুই জায়গায় পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সংকটের প্রতিবাদে পথ অবরোধে সামিল হলেন কৈলাশহর মোহনপুর এলাকার বাসিন্দারা। মঙ্গলবার সকালেই রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। ফলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে এলাকায় তীব্র পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। বাড়িতে জলের সংযোগ থাকলেও লাইনে জল আসে না। বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানানো হলেও সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে দাবি তাদের। অভিযোগ উঠেছে, পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থায় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই দীর্ঘদিন ধরে জল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। কিন্তু তা মেরামতের কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। এমনকি বিকল্প হিসেবে জল ট্যাংকারের ব্যবস্থাও করা হয়নি বলে জানান ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

এলাকাবাসীদের বক্তব্য, প্রতিদিন দূরদূরান্ত ☛৬ এর পাতায় দেখুন

বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে দুষ্কৃতীদের বাঁধা, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। স্ট্রিট লাইট বসানোকে কেন্দ্র করে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কের জেরে এয়ারপোর্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে সিপিআইএম বিধায়ক নয়ন সরকার-এর বিরুদ্ধে।

মঙ্গলবার এয়ারপোর্ট থানায় গিয়ে বামুটিয়া মণ্ডল সভাপতি শিবেন্দ্র দাস এবং নবগ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিকাশ দাস এই অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ দায়েরের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা ☛৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1

25-02-2026, 01:03

জাগরণ আগরতলা,২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং
১২ ফাল্গুন, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সাইবার প্রতারণা

সাইবার ক্রাইম সারা দেশেই এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতেছে। এই ভয়ংকর প্রবণতা থেকে মুক্তি পাইতে হইলে প্রশাসনকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে। প্রশাসন সক্রিয় হইলে সাইবার ক্রাইম প্রবণতা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হইবে।

দেশজুড়িয়া সাইবার জালিয়াতি, ডিজিটাল অ্যারেস্ট, ব্যাঙ্ক জালিয়াতি-সহ একাধিক অপরাধ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছে। মূলত সাইবার অপরাধ, ব্যাঙ্ক জালিয়াতি করা হইয়াছে। এসব বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যতায় পরিস্থিতি ভয়ংকর আকার ধারণ করিতে পারে। আগাম সাবধানতা অবলম্বন করাই একমাত্র উপায় বলিয়া অনেকেই মনে করেন।

বর্তমানে ভারতে ডিজিটালাইজেশনের সাথে সাথে সাইবার অপরাধ বা অনলাইন প্রতারণার হার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়িতেছে। বিশেষ করিয়া সাধারণ মানুষের সরলতা এবং প্রযুক্তির খুঁটিনাটি সম্পর্কে অজ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়ায় প্রতারকরা নতুন নতুন জাল বুনিতেছে। ব্যাংক বা টেলিকম সংস্থার নাম করিয়া মেসেজ পাঠাইয়া বলা হয় কে ওয়াই সি আপডেট না করিলে অ্যাকাউন্ট বন্ধ হইয়া যাইবে। লিঙ্কে ক্লিক করিলেই বিপদ।

হোয়াটসঅ্যাপ বা টেলিগ্রামে 'ঘরে বসিয়া আয়' বা 'শেয়ার বাজারে নিশ্চিত লাভ'-এর টোপ দিৎা মোটা টাকা হাতাইয়ায়ে নেওয়া। সিবিআই ইডি বা পুলিশের পরিচয় দিয়া ভিডিও কলে ভয় দেখানো হয় যে আপনার নামে অবৈধ পার্সেল আসিয়াছে, এবং বাঁচিবার জন্য টাকা দাবি করা হয়।

কাস্টমস বা কুরিয়ার সার্ভিসের নাম করিয়া ফোন করিয়া বলা হয় আপনার পার্সেলে মাদক পাওয়া গেছে। মুহূর্তের মধ্যে টাকা ট্রান্সফার করিবার সুবিধা প্রতারকদের কাজ সহজ করিয়া দিয়াছে।এখন এআই ব্যবহার করিয়া পরিচিত মানুষের কণ্ঠস্বর বা চেহারা নকল করিয়া টাকা চাওয়া হইতেছে। বিভিন্ন থার্ড-পার্টি অ্যাপের মাধ্যমে আমাদের ফোন নম্বর এবং ব্যক্তিগত তথ্য প্রতারকদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। ইমেল বা এসএমএস-এ আসা কোনো সন্দেহজনক লিঙ্কে ক্লিক করিবেন না। ব্যাংক বা কোনো সরকারি সংস্থা কখনও ফোনে ওটিপি বা পিন নম্বর জানিতে চায় না।কোনো বড় অংকের টাকা লেনদেনের আগে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সত্যতা যাচাই করুন।সবসময় প্লে-স্টোর বা অ্যাপ-স্টোর থেকে অফিসিয়াল ব্যাংকিং অ্যাপ ব্যবহার করুন।

যদি আপনি কোনোভাবেপ্রতারণার শিকার হন, তবে দেরি না করিয়া অবিলম্বে ১৯৩০ নম্বরে কল করুন।

ট্রাম্পের শুল্ক ফেরতের দাবি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর বিল আনলেন মার্কিন সেনেটররা

ওয়াশিংটন, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপিত শুল্ককে অবৈধ ঘোষণা করেছে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট। এর পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটর ডেমোক্র্যাট সদস্যরা বিলিয়ন ডলার ফেরতের লক্ষ্যে নতুন আইন প্রস্তাব করেছেন। সেনেটর বেন রে লুজান বলেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবৈধভাবে ব্যাপক শুল্ক আরোপ করে "বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যযুদ্ধ" শুরু করেছিলেন, যার ফলে লক্ষ লক্ষ আমেরিকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। প্রস্তাবিত 'ট্যারিফ রিফান্ড অ্যাক্ট, ২০২৬' অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইন (আইইইপিএ)-এর অধীনে আরোপিত সব শুল্ক সুদ-সহ ফেরত দিতে হবে। আইনপ্রণেতাদের অনুমান, প্রশাসন প্রায় ১৭৫ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছিল।

লুজান বলেন, ট্রাম্পের বেপরোয়া শুল্ক নীতি পণ্যের দাম বাড়িয়েছে এবং ছোট ব্যবসা ও শ্রমজীবী পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তাই আমরা এমন আইন আনছি, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত ছোট ব্যবসাগুলি তাদের বহন করা খরচ ফেরত পায়। সেনেটর রন ওয়াইডেন মন্তব্য করেন, ট্রাম্পের অবৈধ কর নীতি আমেরিকান পরিবার, ছোট ব্যবসা ও উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির মুখে ফেলেছে। এখন সবচেয়ে জরুরি হল ক্ষতিগ্রস্তদের পকেটে দ্রুত অর্থ ফেরানো। সেনেটর এডওয়ার্ড মার্কি বলেন, এই অবৈধ শুল্ক ছোট ব্যবসা ও ভোক্তাদের কাছ থেকে প্রায় ১৭৫ বিলিয়ন ডলার আদায় করেছে। সেই অর্থ অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে। তিনি আরও জানান, প্রস্তাবিত বিল ছোট আমদানিকারক ও ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলিকে অগ্রাধিকার দেবে এবং জটিল প্রশাসনিক বাধা কমাবে।

সেনেটর জিন শাহীন বলেন, এই শুল্ক নীতি শুধু অনিশ্চয়তা ও মূল্যবৃদ্ধি বাড়িয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করেছে যে প্রেসিডেন্টের একতরফাভাবে জরুরি শুল্ক আরোপের ক্ষমতা ছিল না। এখন পরিবার ও ছোট ব্যবসার প্রয়োজনীয় স্বস্তি দেওয়া জরুরি। প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী, ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশনকে ১৮০ দিনের মধ্যে সুদ-সহ সমস্ত শুল্ক ফেরত দিতে হবে। ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্মল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে সমন্বয় করে তথ্য ও সহায়তা প্রদান করতে হবে। এছাড়া প্রতি ৩০ দিনে কংগ্রেসে অগ্রগতির রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, কংগ্রেসম্যান জন গারামেন্ডি সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ট্রাম্প নিজেকে আইন, কংগ্রেস ও সংবিধানের ঊর্ধ্বে ভাবতেন। এই রায় সাধারণ আমেরিকানদের জন্য বড় জয়। উল্লেখ্য, একাধিক অঙ্গরাজ্য অভিযোগ করেছিল যে প্রেসিডেন্ট আইইইপিএ-র অধীনে নিজের ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। নিম্ন আদালতগুলিও প্রশাসনের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল, যার পর চূড়ান্তভাবে সুপ্রিম কোর্ট শুল্ককে অবৈধ ঘোষণা করে।

ডলারের জোরে সোনা রুপোর দাম কমল, মুনাফা তোলায় চাপ বাজারে

মুম্বাই, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : মার্কিন ডলারের শক্তিশালী অবস্থান এবং আগের সেশনে বড় উত্থানের পর মুনাফা তোলার জেরে মঙ্গলবার সোনা ও রুপোর দামে পতন দেখা গেল। তবে শুল্ক-সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা ও মার্কিন-ইরান শান্তি আলোচনা দামের পতন কিছুটা সীমিত রেখেছে বলে জানিয়েছেন বিশ্লেষকরা।

সকাল প্রায় ১০টা ৫০ মিনিটে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া (এমসিএক্স)-এ এপ্রিল ডেলিভারির সোনা ফিউচার্স ০.৫৮ শতাংশ কমে ১০ গ্রাম প্রতি ১,৬০,৬৬৪ টাকায় লেনদেন করছিল। মার্চ ডেলিভারির রুপো ফিউচার্স ০.৩৩ শতাংশ নেমে কেজি প্রতি ২,৬৪,৪৫০ টাকায় দাঁড়ায়।

আন্তর্জাতিক বাজারে, কমেক্স-এ এপ্রিল ডেলিভারির সোনা ফিউচার্স ১.১ শতাংশ কমে আউন্স প্রতি ৫,১৭০.৭০ ডলারে নেমে আসে। স্পট গোল্ড ১.৫ শতাংশ পড়ে ৫,১৫০.৩৮ ডলারে দাঁড়ায়, যা দিনের শুরুতে তিন সপ্তাহের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল। স্পট সিলভার ৩.১ শতাংশ কমে আউন্স প্রতি ৮৫.৫০ ডলারে নেমে যায়, আগের সেশনে দুই সপ্তাহের উচ্চতায় ওঠার পর।

ডলার সূচক ইন্ট্রাডে ভিত্তিতে ১০.১৯ শতাংশ বেড়ে ৯৭.৮৯-এ পৌঁছেছে, ফলে অন্যান্য মুদ্রাধারীদের জন্য বুলিয়ন তুলনামূলকভাবে বেশি দামী হয়ে উঠেছে।

বিশ্লেষকদের মতে, মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর জরুরি শুল্ক বাতিল হওয়ার পরও বাণিজ্য-সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা বজায় রয়েছে, যা ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকির বিরুদ্ধে সোনার আকর্ষণকে কিছুটা সমর্থন দিচ্ছে। ট্রাম্প দেশগুলিকে বাণিজ্য চুক্তি থেকে সরে না যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে উচ্চতর শুল্কের ইঙ্গিতও দিয়েছেন।

একই সঙ্গে, ইরানের সঙ্গে "অর্থবহ চুক্তি" করার জন্য ট্রাম্পের দেওয়া ১০ দিনের সময়সীমা ঘনিয়ে আসায় ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বেড়েছে, যা স্বল্পমেয়াদে সোনার দামে সহায়তা দিতে পারে।

চীনে লুনার নিউ ইয়ার ছুটির পর মূল্যবান ধাতুর ফিউচার্স বাজার পুনরায় খোলায় বৈশ্বিক তারল্য পরিস্থিতি কিছুটা উন্নত হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, রুপো পশ্চিমা স্পট দামের তুলনায় প্রিমিয়ামে লেনদেন করছে, যা স্থানীয় সরবরাহ সংকট ও শক্তিশালী শিল্পচাহিদার ইঙ্গিত দেয়। বিশ্লেষকদের মতে, সোনার ক্ষেত্রে ১,৬০,৬০০ ও ১,৫৮,৮০০ টাকা গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট স্তর, আর ১,৬৩,৩০০ ও ১,৬৫,০০০ টাকা রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করতে পারে। এমসিএক্স রুপোর সাপোর্ট ২,৬১,০০০ ও ২,৫৬,৬০০ টাকা এবং রেজিস্ট্যান্স ২,৭০,০০০ ও ২,৭৮,০০০ টাকা স্তরে রয়েছে। মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদে শিল্পচাহিদা এবং কাঠামোগত সরবরাহ সীমাবদ্ধতার কারণে মূল্যবান ধাতুর বাজারে ইতিবাচক প্রবণতা বজায় থাকতে পারে, যদিও স্বল্পমেয়াদে অস্থিরতা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রযুক্তির শক্তিধর ভারত প্রশংসায় মুখর হোয়াইট হাউস

ওয়াশিংটন, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : ভারত একটি "প্রযুক্তির শক্তিধর দেশ" এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ক্ষেত্রে হোয়াইট হাউসের বৈশ্বিক উদ্যোগের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। এমন মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শীর্ষ বিজ্ঞান উপদেষ্টা।

প্রেসিডেন্টের সহকারী এবং হোয়াইট হাউস বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি কার্যালয়ের পরিচালক মাইকেল ক্র্যাটসিওস ফক্স নিউজ-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ভারত একটি প্রযুক্তির শক্তিধর দেশ। বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলী স্নাতক তৈরি করছে, শক্তিশালী দেশীয় মেধা রয়েছে এবং উন্নতমানের পণ্য ও অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করছে।

সম্প্রতি ভারত সফর শেষে তিনি ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর কৌশলের অংশ হিসেবে অংশীদার দেশগুলোর মধ্যে "বাস্তব এআই সার্বভৌমত্ব" বিস্তারে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ক্র্যাটসিওস সতর্ক করে বলেন, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে এআই গ্রহণের ব্যবধান প্রতিদিন বাড়ছে। আমরা বিশ্বকে দুটি বিস্তৃত শ্রেণিতে দেখি, এবং প্রতিটির জন্য ভিন্ন সরঞ্জাম প্রয়োজন, বলেন তিনি। উন্নয়নশীল দেশগুলো যদি স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, জ্বালানি অবকাঠামো, কৃষি এবং নাগরিকমুখী সরকারি পরিষেবার মতো খাতে এআই প্রয়োগে অগ্রাধিকার না দেয়, তবে তারা "একটি মৌলিক সন্ধিক্ষণে পিছিয়ে পড়ার" ঝুঁকিতে থাকবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এই প্রেক্ষাপটে হোয়াইট হাউস আমেরিকান এআই এক্সপোর্টস প্রোগ্রাম কর্মসূচিকে এগিয়ে নিচ্ছে। ক্র্যাটসিওস বলেন, অনেক দিন ধরে উন্নয়ন সহায়তা চাওয়া দেশগুলোর সামনে একটি ভ্রান্ত পছন্দ ছিল। আমরা বিশ্বাস করি, এই কর্মসূচি বিশ্বস্ত ও সেরা প্রযুক্তি, গ্রহণের বাধা কাটাতে অর্থায়ন এবং বাস্তবায়ন সহায়তার একটি বিকল্প পথ দিচ্ছে। তিনি "বাস্তব এআই সার্বভৌমত্ব"-এর ব্যাখ্যায় বলেন, নিজ দেশের মানুষের কল্যাণে সেরা প্রযুক্তির মালিকানা ও ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং বৈশ্বিক রূপান্তরের মাঝে নিজস্ব জাতীয় গতিপথ নির্ধারণ করাই হলো প্রকৃত সার্বভৌমত্ব। এআই মানদণ্ড প্রসঙ্গে তিনি জানান, উদ্ভাবনের পরবর্তী ধাপ "এজেন্ট"-কে ঘিরেই আবর্তিত হবে। এই প্রেক্ষিতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেকনোলজি (এনআইএসটি) এজেন্টভিত্তিক সিস্টেমের জন্য মানদণ্ড তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে সেগুলো নিরাপদ ও কার্যকরভাবে পারস্পরিক সমন্বয়ে কাজ করতে পারে।

অর্থায়নকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করে ক্র্যাটসিওস বলেন, "এআই স্ট্যাক ব্যয়বহুল", বিশেষ করে ডেটা সেন্টার, সেমিকন্ডাক্টর এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন অবকাঠামোর ক্ষেত্রে। এ জন্য ইউএস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফিন্যান্স কর্পোরেশন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি-আমদানি ব্যাংক-সহ বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সহায়তা জোরদার করছে ওয়াশিংটন।

তিনি "মার্কিন টেক কর্পস" গঠনের ঘোষণাও দেন। তাঁর ভাষায়, এরা হবে পিস কর্পস স্বেচ্ছাসেবকদের মতো, তবে প্রযুক্তিনির্ভর। প্রযুক্তিগত পটভূমি রয়েছে এমন ব্যক্তিদের আমরা খুঁজছি, যারা এআই সমাধান বাস্তবায়নে সহায়তা করতে আগ্রহী।

ক্রাটসিওস আরও বলেন, প্রযুক্তি আন্তর্জাতিকভাবে ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারত দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের দৃঢ় অংশীদার। মার্কিন হাইপারস্কেলার সংস্থাগুলোর ভারতে ডেটা সেন্টার ও গবেষণা কার্যক্রম রয়েছে, যা মার্কিন এআই ইকোসিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্তিকে আরও গভীর করেছে।

বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও তৃতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ ছুঁতে পারে: এসবিআই রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : বৈশ্বিক প্রতিকূলতার মাঝেও ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫) ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ থেকে ৮.১ শতাংশে পৌঁছতে পারে বলে জানিয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর গবেষণা শাখা।

এসবিআই রিসার্চের রিপোর্টে বলা হয়েছে, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি অর্থনৈতিক সূচকগুলি তৃতীয় ত্রৈমাসিকে স্থিতিশীল ও শক্তিশালী অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও দেশীয় চাহিদা প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।

ব্যাঙ্কের গ্রুপ চিফ ইকোনমিক অ্যাডভাইজার ড. সৌম্য কান্তি ঘোষ বলেন, কৃষি ও অ-কৃষি ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রবণতার ফলে গ্রামীণ ভোগব্যয় শক্তিশালী রয়েছে। রাজকোষীয় প্রণোদনার সমর্থনে শহুরে ভোগব্যয়ও গত উৎসব মরশুম থেকে ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে।

প্রথম অগ্রিম অনুমান অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.৪ শতাংশ হতে পারে। এই প্রবৃদ্ধির বড় অংশই দেশীয় চাহিদা নির্ভর বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারত বর্তমানে জিডিপি-র ভিত্তিবর্ষ ২০১১-১২ থেকে পরিবর্তন করে ২০২২-২৩ করতে চলেছে। নতুন সিরিজ ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হওয়ার কথা। পাশাপাশি, ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই)-এর ভিত্তিবর্ষও ২০২৪-এ হালনাগাদ করা হচ্ছে। এই সংশোধনের লক্ষ্য বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো বিশেষত ডিজিটাল বাণিজ্য, পরিষেবা খাতের সম্প্রসারণ এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের উন্নত পরিমাপ আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত করা। জিএসটি-সহ নতুন তথ্যসূত্র অন্তর্ভুক্ত করা হলে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে উঠে আসতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, পদ্ধতিগত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এবং নতুন তথ্যসিরিজ যুক্ত হওয়ায় সংশোধনের পরিমাণ আগাম অনুমান করা কঠিন। নতুন পদ্ধতিতে জিএসটি রেকর্ড, ই-ভাহন (যানবাহন নথিভুক্তি) এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের মতো আরও সূক্ষ্ম তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতের সম্ভাব্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রায় ৭ শতাংশ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে তা ৬.৮ থেকে ৭.২ শতাংশের মধ্যে থাকতে পারে।

অন্যদিকে, বৈশ্বিক অর্থনীতি ২০২৫ ও ২০২৬ সালে গড়ে ৩.৩ শতাংশ হারে বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস। তবে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, উচ্চ ঋণভার এবং ডিজিটালায়ন ও কার্বনমুক্তকরণের মতো কাঠামোগত পরিবর্তনের কারণে বিশ্বজুড়ে প্রবৃদ্ধি অসম থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এসবিআই রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মাঝেও ভারতের অর্থনীতি শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং দেশীয় চাহিদাই আগামী দিনে প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে থাকবে।

এআই-ঘটিত টেক ধাক্কায় সেনসেক্স-নিফটির পতন আইটি শেয়ারে বড় চাপ

মুম্বাই, ২৪ ফেব্রুয়ারি : বৈশ্বিক প্রযুক্তি খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)—জনিত অস্থিরতা এবং মার্কিন বাজারে রাতারাতি বিক্রির জেরে মঙ্গলবার সকালেই আগের সেশনের লাভ মুছে দিল ভারতীয় শেয়ারবাজার। শুরুতেই লালচিহ্নে লেনদেন করে প্রধান সূচকগুলি। সকাল ৯টা ২৬ মিনিটে বিএসই সেনসেক্স ৫৭৭ পয়েন্ট বা ০.৬৯ শতাংশ নেমে ৮২,৭১৭-এ দাঁড়ায়। একই সময়ে নিফটি ৫০ ১৬১ পয়েন্ট বা ০.৬৩ শতাংশ কমে ২৫,৫৫২-এ লেনদেন করে। ব্রডার মার্কেটেও একই প্রবণতা দেখা যায়। নিফটি মিডক্যাপ ১০০ ০.৫৫ শতাংশ এবং নিফটি স্মলক্যাপ ১০০ ০.৬৭ শতাংশ নেমে যায়। খাতভিত্তিক সূচকগুলির মধ্যে অধিকাংশই লালচিহ্নে ছিল। ব্যতিক্রম ছিল নিফটি মেটাল (০.৪৪ শতাংশ ঊর্ধগতি) এবং নিফটি তেল ও গ্যাস (০.৩২ শতাংশ ঊর্ধ্বগতি)। সবচেয়ে বড় পতন দেখা যায় নিফটি আইটি-তে, যা ২.৮৪ শতাংশ নেমে যায়। এছাড়া নিফটি রিয়েল্টি ০.৯০ শতাংশ এবং নিফটি মিডিয়া ০.৩২ শতাংশ কমে যায়। বিশ্লেষকদের মতে, এআই-সম্পর্কিত বৈশ্বিক প্রযুক্তি সংস্থাগুলির ওপর চাপের প্রভাব ভারতীয় আইটি শেয়ারেও পড়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ১৫ শতাংশ নতুন বৈশ্বিক শুল্ক কাঠামো ঘোষণার পর থেকে বিনিয়োগকারীদের মনোভাব সতর্ক রয়েছে। যদিও মার্কিন কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন সংস্থা জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর পারস্পরিক শুল্ক আদায় স্থগিত রাখা হবে (মার্কিন সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার থেকে), তবুও স্বল্পমেয়াদে রপ্তানিনির্ভর খাতে অনিশ্চয়তা বজায় থাকতে পারে।

বাজার বিশ্লেষকদের মতে, নিফটির তাৎক্ষণিক সাপোর্ট ২৫,৬০০---২৫,৫০০ স্তরে এবং রেজিস্ট্যান্স ২৫,৮০০ স্তরে রয়েছে। এশীয় বাজারে মিশ্র প্রবণতা দেখা যায়। চীনের সাংহাই সূচক ১.১৭ শতাংশ এবং শেনঝেন ১.৮২ শতাংশ বেড়েছে। জাপানের নিক্কেই ০.৯২ শতাংশ ঊর্ধ্বমুখী হলেও হংকংয়ের হ্যাং সেন সূচক ২.০২ শতাংশ নেমেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার কোস্পি ১.৫৮ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে, সোমবার মার্কিন বাজারে বড় পতন দেখা যায়। নাসডাক ১.১৩ শতাংশ, এসঅ্যান্ডপি ৫০০ সূচক ১.০৪ শতাংশ এবং ডাও জোন্স ১.৬৬ শতাংশ নেমে বন্ধ হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (এফআইআই) নিট ৩,৪৮৩ কোটি টাকার শেয়ার কেনেন। বিপরীতে, দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (ডিআইআই) নিট ১,২৯২ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেন।

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈশ্বিক অস্থিরতা এবং প্রযুক্তিখাতে চাপের প্রেক্ষাপটে স্বল্পমেয়াদে বাজারে ওঠানামা অব্যাহত থাকতে পারে।

জানুয়ারিতে বাণিজ্যিক গাড়ি বিক্রিতে জোরদার বৃদ্ধি, অর্থ বছর ২৬-এ ৭-৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধির আশা

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : জানুয়ারি মাসে দেশের বাণিজ্যিক গাড়ি (সিভি) শিল্পে পাইকারি বিক্রি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০২৬ অর্থবর্ষে সামগ্রিকভাবে ৭-৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে পারে বলে জানিয়েছে রেটিং সংস্থা আইসিআরএ।

রিপোর্ট অনুযায়ী, জানুয়ারিতে বাণিজ্যিক গাড়ির পাইকারি বিক্রি বছরে-বর্ষে (ওয়াইওওয়াই) ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৯,৫৪৪ ইউনিটে দাঁড়িয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৫-এ যেখানে বিক্রি ছিল ৯৭,৬৮২ ইউনিট, তার তুলনায় মাসিক ভিত্তিতে (এমওএম) ১.৯ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে।

এই প্রবৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে ২০২৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর থেকে জিএসটি হার ২৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। পাশাপাশি পণ্য পরিবহণ খাতে বাড়তি ফ্রেট কার্যকলাপও বিক্রিকে উৎসাহ দিয়েছে।

মিডিয়াম ও হেভি কমার্শিয়াল ভেহিকল (এমএণ্ডএইচসিভি) খাতে খুচরো বিক্রি জানুয়ারিতে বছরে-বর্ষে ১৫.৪ শতাংশ বেড়েছে এবং মাসিক ভিত্তিতে ২২.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থ বছর ২৬-এর প্রথম ১০ মাসে এই খাতে খুচরো বিক্রি ৬.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জিএসটি কমানোর পর চাহিদার গতি বাড়ার ইঙ্গিত দেয়।

লাইট কমার্শিয়াল ভেহিকল (এলসিভি) খাতেও জানুয়ারিতে বছরে-বর্ষে ১৪.৯ শতাংশ খুচরো বিক্রি বেড়েছে। অর্থ বছর ২৬-এর প্রথম ১০ মাসে এই খাতে মোট খুচরো বিক্রি ১১.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অর্থ বছর ২৬-এর প্রথম ১০ মাসে দেশীয় বাণিজ্যিক গাড়ির পাইকারি বিক্রি বছরে-বর্ষে ১১.৩ শতাংশ বেড়েছে, আর একই সময়ে খুচরো বিক্রি ৮.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৬ অর্থবর্ষে দেশীয় সিভি শিল্পে পাইকারি বিক্রি ৭-৯ শতাংশ বাড়তে পারে। ২০২৭ অর্থবর্ষে প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমে ৪-৬ শতাংশের মধ্যে থাকতে পারে। খাতভিত্তিক হিসেবে অর্থ বছর ২৬-এ এমঅ্যান্ডএইচসিভি (ট্রাক) খাতে ৭-৯ শতাংশ এবং এলসিভি (ট্রাক) খাতে ৯-১১ শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। বাস সেগমেন্টে ৮-১০ শতাংশ বছরে-বর্ষে প্রবৃদ্ধি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, জিএসটি হ্রাস, অবকাঠামো খাতে সরকারি ব্যয় এবং পণ্য পরিবহণের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে আগামী অর্থবর্ষেও বাণিজ্যিক গাড়ি শিল্পে ইতিবাচক প্রবণতা বজায় থাকতে পারে।

বিদেশি অনুদানে কড়া নজরদারি: মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য নতুন রিপোর্টিং পোর্টাল চালু ট্রাম্প প্রশাসনের

ওয়াশিংটন, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবাহিত বিপুল পরিমাণ বিদেশি অর্থায়নের উপর নতুন করে কড়া নজরদারির ঘোষণা করল ট্রাম্প প্রশাসন। এই পদক্ষেপকে আন্তর্জাতিক শিক্ষাগত সম্পর্কের উপর নিষেধাজ্ঞা নয়, বরং স্বচ্ছতা ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

মার্কিন শিক্ষা দফতর ও পররাষ্ট্র দফতরের শীর্ষ কর্মকর্তারা যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে একটি নতুন পাবলিক রিপোর্টিং পোর্টাল চালুর ঘোষণা দেন। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিদেশি অনুদান ও চুক্তির তথ্য সহজে প্রকাশ করতে পারবে এবং সাধারণ মানুষও তা পর্যালোচনা করতে পারবেন।

মার্কিন শিক্ষা আইনের উচ্চশিক্ষা আইনের ধারা ১১৭ অনুযায়ী, ফেডারেল তহবিলপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এক ক্যালেন্ডার বছরে একক বিদেশি উৎস থেকে ২,৫০,০০০ ডলারের বেশি অনুদান বা চুক্তি পেলে তা রিপোর্ট করা বাধ্যতামূলক। এই বিধানটি ১৯৮৬ সালে যুক্ত করা হয়। জনকূটনীতি বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি সারা রজার্স বলেন, এই বিধান আমেরিকানদের বিদেশি প্রভাব ও অর্থায়ন সম্পর্কে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য তৈরি। কর্তৃপক্ষের দাবি, এতদিন এই রিপোর্টিং বাধ্যবাধকতার প্রয়োগ সবসময় ধারাবাহিক ছিল না। শিক্ষা দফতরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালেই মার্কিন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিদেশি উৎস থেকে ৫.২ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ পাওয়ার কথা জানিয়েছে। ১৯৮৬ সাল থেকে মোট বিদেশি অনুদানের পরিমাণ প্রায় ৬৭ বিলিয়ন ডলার।

শিক্ষা দফতরের আন্ডার সেক্রেটারি নিকোলাস কেন্ট স্পষ্ট করেন, এটি বিদেশি অর্থের উপর নিষেধাজ্ঞা নয়, বরং রিপোর্টিং বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ। তাঁর কথায়, এই পদক্ষেপ বিদেশি অর্থায়নের উপর "টর্চলাইট ফেলা"-র মতো, যাতে আইনপ্রণেতা ও গবেষকেরা বুঝতে পারেন কোনও প্রভাব বা শর্ত জড়িত আছে কি না।

ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, ২০২৫ সালে চীন প্রায় ৫৩০ মিলিয়ন ডলার এবং যুক্তরাজ্য প্রায় ৬৩০ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছে। তালিকার শীর্ষে রয়েছে কাতার, যার অনুদানের পরিমাণ প্রায় ১.২ বিলিয়ন ডলার।

পূর্ববর্তী পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছিল, একাধিক প্রতিষ্ঠান রিপোর্টিংয়ে গাফিলতি করেছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় চার বছর ধরে রিপোর্ট দাখিল করেনি, যদিও তাদের শত শত মিলিয়ন ডলারের রিপোর্টযোগ্য লেনদেন ছিল। একইভাবে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়এর কমপ্লায়েন্স কাঠামোকেও "অপর্যাপ্ত" বলা হয়।

আগে ১৯টি সিভিল তদন্ত শুরু করা হয়েছিল, যার ফলে অ-অনুসরণের হার প্রায় ৩৫ শতাংশে নেমে এসেছে বলে জানানো হয়।

পররাষ্ট্র দফতরের সম্পৃক্ততার কারণ হিসেবে গবেষণা নিরাপত্তা ও মেধাস্বত্ব সুরক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের মতে, সংবেদনশীল প্রযুক্তি, যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর ও বায়োটেকনোলজি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বাড়ার ফলে বিদেশি অর্থায়নের প্রভাব খতিয়ে দেখা জরুরি হয়ে উঠেছে। ভারত-আমেরিকা একাডেমিক ও প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব ক্রমশ গভীরতর হওয়ার প্রেক্ষাপটে এই পদক্ষেপ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

প্রশাসন স্পষ্ট করেছে, বিদেশি অর্থায়ন সম্পর্কে কোনও "মূল্যায়নমূলক রায়" দেওয়া হচ্ছে না; বরং আইন মেনে তথ্য প্রকাশ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার একটি বেসরকারি হোটেলে পর্যালোচনা বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। ছবি নিজস্ব।

যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য সম্পর্কে সূক্ষ্ম ভারসাম্যের চ্যালেঞ্জে বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক সূক্ষ্ম ভারসাম্যের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। উভয় দেশই বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদারএমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে একটি নতুন প্রতিবেদনে। নিক্কেই এশিয়া-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির "কঠোর শর্তাবলি" দেখিয়ে দিচ্ছে, ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে রহমানকে অত্যন্ত সতর্ক কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে হচ্ছে।

একদিকে যুক্তরাষ্ট্র বাজারে প্রবেশাধিকার, নিরাপত্তা সহযোগিতা এবং নিয়ন্ত্রক প্রভাবের প্রস্তাব দিচ্ছে; অন্যদিকে চীন অবকাঠামো বিনিয়োগ, শিল্প সংযুক্তি ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহের মাধ্যমে সম্পর্ক জোরদার করছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর পারস্পরিক শুল্ক নীতির কিছু অংশ বাতিল করলেও চুক্তির শর্তাবলি থেকে বোঝা যায়, ওয়াশিংটন চায় না ঢাকা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ুক।

চুক্তির শর্ত না মানলে বর্তমানে কমিয়ে আনা ১৯ শতাংশ শুল্ক পুনরায় ৩৭ শতাংশে ফিরে যেতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ও নিষেধাজ্ঞা নীতিতে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে হতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র যদি অর্থনৈতিক বা জাতীয় নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে নতুন বাণিজ্য বা সীমান্ত নীতি গ্রহণ করে, তাহলে বাংলাদেশকে আলোচনায় বসতে এবং প্রয়োজনে সমজাতীয় পদক্ষেপ নিতে হতে পারে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে চীনের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। চীন বাংলাদেশসহ কয়েকটি স্বল্পোন্নত দেশের জন্য শূন্য-শুল্ক সুবিধাও দিয়েছে।ঢাকার বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ গবেষণা পরিচালক ফাইজ সোবহানের মতে, বর্তমান মেরুকৃত বিশ্বব্যবস্থায় পরাশক্তির প্রতিযোগিতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা বাংলাদেশের জন্য কাঠামোগতভাবে আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানির ওপর বাংলাদেশের ব্যাপক নির্ভরতা রয়েছে। ফলে বাণিজ্য চুক্তি ভঙ্গের ঝুঁকিও বেশি।যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব মূলত বাণিজ্য ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে, সেখানে চীনের অবস্থান বাংলাদেশের শিল্প কাঠামোর গভীরে প্রোথিত। বিশেষত তৈরি পোশাক খাতে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বহু পণ্যই চীন থেকে আসে।

মণিপুরে শান্তি-সম্প্রীতি ও নারী ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি/ইম্ফল, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ইউমনাম খেমচাঁদ সিং মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি পুনঃস্থাপনে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করেন। পাশাপাশি নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচিতে বিশেষ সহায়তার আবেদন জানান।

ইম্ফলে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের (সিএমও) এক আধিকারিক জানান, দুই উপমুখ্যমন্ত্রী নেমচা কিপজেন ও লোসি দিখোকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নয়াদিল্লির 'সেবা তীর্থ'-এ প্রধানমন্ত্রীর দফতরে সাক্ষাৎ করেন। গত ৪ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর এটি ছিল তাঁর প্রথম প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় নতুন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি তুলে ধরেন। তিনি পাহাড় ও উপত্যকাউভয় অঞ্চলে নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার অনুরোধ জানান। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে মণিপুর সফরের আমন্ত্রণও জানান।

২১ ফেব্রুয়ারি থেকে মুখ্যমন্ত্রী নয়াদিল্লি সফরে রয়েছেন।এই সময় তিনি একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে রাজ্যের উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

সোমবার রাতে তিনি কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান-র সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে জাতিগত হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত (আইডিপি) পরিবারগুলির পুনর্বাসনের জন্য ৫,০০০ নতুন বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়। এই ঘরগুলি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হবে।

এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আশ্বাস দেন, মণিপুরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সমাধানে তাঁর মন্ত্রক অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সঙ্গে সমন্বয় করবে।

মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন-র সঙ্গেও বৈঠক করেন। তিনি রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি ও অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনে সবরকম সহায়তার আশ্বাস দেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-র সঙ্গে বৈঠকেও রাজ্যের বিভিন্ন উদ্যোগে পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি মেলে।

এর আগে ২২ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী ও দুই উপমুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসন-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন দূর করে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েও আলোচনা করেন বলে সিএমও সূত্রে জানা গেছে।

মোদির ইজরায়েল সফর দুই দেশের গভীর কৌশলগত অংশীদারিত্বকে পুনর্ব্যক্ত করবে: বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র দু'দিনের ইজরায়েল সফর ভারত-ইজরায়েলের গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও দৃঢ়ভাবে পুনর্ব্যক্ত করবে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক (এমইএ)।

প্রধানমন্ত্রী ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ইজরায়েল সফর করবেন তাঁর ইজরায়েলি সমকক্ষ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু-এর আমন্ত্রণে। এটি মোদির দ্বিতীয় ইজরায়েল সফর। এর আগে ২০১৭ সালে তাঁর সফর প্রতিরক্ষা, কৃষি ও জল ব্যবস্থাপনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল।

এমইএ-র বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সফরকালে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক করবেন। দুই নেতা ভারত-ইজরায়েল কৌশলগত অংশীদারিত্বের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, কৃষি, জল ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও বিস্তারের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করবেন। পাশাপাশি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও মতবিনিময় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।প্রধানমন্ত্রী ইজরায়েলের রাষ্ট্রপতি আইজ্যাক হার্জোগ-এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন।এমইএ জানিয়েছে, এই সফর দুই দেশের মধ্যে দৃঢ় ও স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক অংশীদারিত্বকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ করে দেবে এবং অভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পারস্পরিক প্রচেষ্টাকে আরও সমন্বিত করবে।

রবিবার জেরুজালেমে মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেতানিয়াহু প্রধানমন্ত্রী মোদিকে "প্রিয় বন্ধু" বলে উল্লেখ করেন এবং তাঁর আসন্ন সফরকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক মাইলফলক বলে বর্ণনা করেন।

নেতানিয়াহুর পোস্ট করা এক ভিডিওর জবাবে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "ধন্যবাদ, আমার বন্ধু প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। ভারত ও ইজরায়েলের সম্পর্কের দৃঢ় বন্ধন এবং এর বহুমাত্রিক চরিত্র সম্পর্কে আপনার বক্তব্যের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। বিশ্বাস, উদ্ভাবন এবং শান্তি ও অগ্রগতির প্রতি অভিন্ন প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই বন্ধুত্বকে ভারত গভীরভাবে মূল্য দেয়।"

নেতানিয়াহু তাঁর বক্তব্যে জানান, বুধবার প্রধানমন্ত্রী মোদি ইজরায়েলে পৌঁছে কনেসেটে ভাষণ দেবেন। পাশাপাশি জেরুজালেমে একটি উদ্ভাবনী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এবং ইয়াদ ভাশেম স্মৃতিসৌধ পরিদর্শনের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।উচ্চপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং কোয়ান্টাম প্রযুক্তিতে সহযোগিতা আরও জোরদারের কথাও বলেন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, "এআই ও কোয়ান্টাম ভবিষ্যৎ নয়, বর্তমানএবং আমরা এই ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলির মধ্যে থাকতে চাই।"

বিহার বিধানসভায় চৌকিদারদের উপর লাঠিচার্জ ঘিরে তুমুল হট্টগোল, বিরোধীদের উপর ক্ষোভ উগরে দিলেন নীতীশ

পাটনা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): চৌকিদার ও দফাদারদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনায় মঙ্গলবার বিহার বিধানসভা-তে ব্যাপক হট্টগোলের সৃষ্টি হয়।

বিরোধী সদস্যরা অভিযোগ করেন, নীতীশ কুমার-এর সরকার গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ দমন করছে। এর জেরে ট্রেজারি বেঞ্চ ও বিরোধীদের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয়।

আরজেডি বিধায়ক কুমার সর্বজিৎ অভিযোগ করেন, বিহারে লাঠি ও গুলির জোরে সরকার চলছে। তিনি বলেন, "লাঠি-গুলির সরকার বিহারে চলবে না।" এরপর বিরোধী সদস্যরা স্লোগান দিতে থাকেন।

বিরোধীরা প্ল্যাকার্ড দেখিয়ে "নীতীশ সরকার হুঁশে আসো" এবং "নীতীশ সরকারের পতন হোক" ইত্যাদি স্লোগান তোলেন।

হট্টগোলের মাঝেই ক্ষুব্ধ হয়ে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার দাঁড়িয়ে আরজেডি বিধায়ক ভাই বীরেন্দ্র-কে উদ্দেশ করে বলেন, "আজেবাজে কথা বলবেন না। সরকার পড়বে না। আপনাদের সংখ্যা কত? আমাদের সংখ্যা দেখুন আমরা ২০২।"

আরজেডির সঙ্গে অতীত জোটের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "আমি তিন বছর আপনাদের সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু আপনারা সমস্যা তৈরি করছিলেন, তাই আমি সরে আসি। আপনাদের আমলে সন্ধ্যার পর মানুষ ঘর থেকে বেরোতে ভয় পেত। আজ বিহার এগোচ্ছে, সব ঠিকঠাক চলছে।"

নীতীশ কুমার স্পিকারের কাছে আবেদন জানান, যারা বিধানসভার কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন, তাদের বহিষ্কার করা হোক।

সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী বিজয় কুমার চৌধুরী সরকারের পদক্ষেপের পক্ষে সওয়াল করে বলেন, প্রতিবাদ সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। "সরকার যদি প্রতিবাদের বিরুদ্ধে থাকত, শুরুতেই তা বন্ধ করে দিত। কোনও সংগঠনেরই জনশৃঙ্খলা নষ্ট বা সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি করার অধিকার নেই," তিনি বলেন।

মন্ত্রী বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদব জানান, সরকার চৌকিদার---দফাদার সংগঠনের সঙ্গে আলোচনায় বসবে এবং তাদের দাবি বিবেচনা করবে।

এদিকে লোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস)-এর রাজ্য সভাপতি ও বিধায়ক রাজু তিওয়ারি বলেন, তার দল ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি উত্থাপন করেছে। লাঠিচার্জে কোনও অনিয়ম হয়ে থাকলে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হবে।

বিধানসভার বাইরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কুমার সর্বজিত বলেন, চৌকিদার ও দফাদারদের দাবি ন্যায্য। "তারা মূলত দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ। এই সরকার দলিত-বিরোধী। আমরা লাঠিচার্জের নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে তাদের সমস্যার সমাধান চাই," তিনি বলেন।

কংগ্রেস যা-ই করে, শেষ পর্যন্ত আমাদেরই আশীর্বাদ হয়ে যায়: অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত

গুয়াহাটি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): প্রাক্তন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (এপিসিসি) সভাপতি ভূপেন বোরার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আয়োজিত 'শ্মশান যাত্রা' কর্মসূচিকে রাজনৈতিকভাবে অপরিণত ও আত্মঘাতী বলে কটাক্ষ করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, কংগ্রেস যা-ই করে, শেষ পর্যন্ত তা বিজেপির পক্ষেই যায়। "কংগ্রেস যখনই কিছু করে, তা আমাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়," মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর দাবি, এ ধরনের প্রতীকী প্রতিবাদ কংগ্রেসের হতাশারই বহিঃপ্রকাশ।

ভূপেন বোরার কংগ্রেস ত্যাগ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী নিজের অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আমি যখন কংগ্রেস ছেড়েছিলাম, তখন তারা রাজীব ভবন ধুয়ে ফেলেছিল। কিন্তু আমি কোনও তিক্ততা রেখে আসিনি।"

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে ভূপেন বোরাহ দীর্ঘদিনের অবহেলা, অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাব এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ না পাওয়ার অভিযোগ তুলে কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দেন। তিন দশকেরও বেশি সময় যুক্ত থাকার পর ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি-তে যোগ দেন।

বোরার দলত্যাগকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের অন্দরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। দলীয় কর্মীরা প্রতিবাদ ও প্রতীকী কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন।কংগ্রেস নেতৃত্ব বোরাকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে আক্রমণ করেছে, অন্যদিকে বিজেপি নেতারা তাঁর সিদ্ধান্তকে বিরোধী শিবিরে ক্রমবর্ধমান হতাশার প্রতিফলন বলে দাবি করেছেন।এদিকে কার্বি আংলং জেলার আসন বণ্টন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, মাটির বাস্তবতা ও সাংগঠনিক প্রতিক্রিয়া যাচাই করেই প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। তিনি ইঙ্গিত দেন, জয়ের সম্ভাবনা ও স্থানীয় সমর্থনকেঅগ্রাধিকার দেওয়া হবে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভূপেন বোরার বিজেপিতে যোগদান আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে অসমের বিরোধী রাজনীতিতে প্রভাব ফেলতেপারে।একদিকেকংগ্রেস যখন জোট পুনর্গঠন ও সংগঠন শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে বিজেপি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসমর্থন বৃদ্ধির দাবি তুলে আত্মবিশ্বাসী অবস্থান বজায় রেখেছে।

তেলঙ্গানা পুলিশের কাছে চার শীর্ষ মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

হায়দরাবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): নিষিদ্ধ ঘোষিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-মাওবাদী (সিপিআই-মাওবাদী)-এর জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে চার শীর্ষ মাওবাদী নেতা তেলঙ্গানা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। মঙ্গলবার পুলিশ কর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে রয়েছেন সিপিআই-মাওবাদীর সেন্ট্রাল কমিটি সদস্য, পলিটব্যুরো সদস্য ও সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের (সিএমসি) ইনচার্জ থিপ্পিরি তিরুপতি ওরফে দেবুজি (কুম্মা দাদা নামেও পরিচিত), সেন্ট্রাল কমিটি সদস্য মল্লা রাজি রেড্ডি ওরফে সংগ্রাম, তেলঙ্গানা স্টেট কমিটির (টিএসসি) সম্পাদক বাদে চোক্কা রাও ওরফে দামোদর ওরফে জগন এবং স্টেট কমিটি সদস্য নুনে নরসিমহা রেড্ডি ওরফে গঙ্গান্না ওরফে সান্নু দাদা।

তেলঙ্গানার ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজিপি) বি. শিবধর রেড্ডি সাংবাদিকদের সামনে তাঁদের হাজির করেন। আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে তিনজন তেলঙ্গানার বাসিন্দা, নরসিমহা রেড্ডি প্রতিবেশী অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা।

৬২ বছর বয়সী দেবুজি জগতিয়াল জেলার কোরুটলার বাসিন্দা। তিনি প্রায় চার দশক ধরে আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলেন। অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান। ভবিষ্যতে আইনের কাঠামোর মধ্যে থেকে জনজীবনে সক্রিয় থাকার কথাও বলেন তিনি।

ডিজিপি জানান, দেবুজি ও রাজি রেড্ডির আত্মসমর্পণের ফলে সিপিআই-মাওবাদীর সর্বোচ্চ সাংগঠনিক কাঠামো কার্যত ভেঙে পড়েছে। একই সঙ্গে চোক্কা রাও ও নরসিমহা রেড্ডির আত্মসমর্পণে তেলঙ্গানা স্টেট কমিটিও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে।

দেবুজি ৪৪ বছর এবং ৭৬ বছর বয়সী রাজি রেড্ডি ৪৬ বছর ধরে আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলেন। চোক্কা রাও ও নরসিমহা রেড্ডিও যথাক্রমে ২৮ ও ৩৬ বছর মাওবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

দেবুজি ১৯৮২ সালে সিপিআই-এমএল পিপলস ওয়ারে যোগ দেন এবং ১৯৮৪ সালে দণ্ডকারণ্যে সশস্ত্র স্কোয়াডে কাজ শুরু করেন। ২০১৭ সালে তিনি সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের দায়িত্ব নেন এবং পরে পলিটব্যুরো সদস্য হন।

রাজি রেড্ডি ২০০৭ সালে কেরলে সাংগঠনিক কাজের সময় গ্রেপ্তার হন এবং ২০০৯ সালে মুক্তি পেয়ে পুনরায় আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান। ২০২২ সালে তাঁকে দণ্ডকারণ্য স্পেশাল জোনাল কমিটির ইনচার্জ করা হয়।

ডিজিপি জানান, মুখ্যমন্ত্রী উ: রেভান্থ রেড্ডি গত বছর মাওবাদীদের মূলস্রোতে ফেরার আহ্বান জানানোর পরই এই শীর্ষ নেতারা আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন।

তিনি আরও বলেন, আদর্শগত বিভাজন, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও হতাশা সংগঠনের ভিত দুর্বল করে দিয়েছে।

দেবুজি ও রাজি রেড্ডির মাথার দাম ছিল ২৫ লক্ষ টাকা করে, আর চোক্কা রাও ও নরসিমহা রেড্ডির মাথার দাম ছিল ২০ লক্ষ টাকা করে। তেলঙ্গানা সরকারের পুনর্বাসন নীতি অনুযায়ী তাঁদের সেই অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিপি জানান, ২০২৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৫৯১ জন মাওবাদী তেলঙ্গানা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। বর্তমানে তেলঙ্গানার মাত্র ১১ জন আন্ডারগ্রাউন্ড মাওবাদী সক্রিয় রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে কয়েকজ অন্য রাজ্যেও কাজ করছেন।অবশিষ্ট মাওবাদীদের সহিংসতার পথ ত্যাগ করে মূলস্রোতে ফিরে এসে রাজ্যের উন্নয়নে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন ডিজিপি।

বঙ্গের এসআইআর: ভোটার পরিচয় যাচাইয়ে ভিনরাজ্যের বিচারক নিয়োগে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে চলমান বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় ভোটারদের দাবি ও আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রতিবেশী রাজ্যগুলির হাই কোর্ট থেকে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের যুক্ত করার অনুমতি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই নির্দেশকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।

শাসক দল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (তৃণমূল কংগ্রেস) দাবি করেছে, এই নির্দেশ থেকেই স্পষ্ট যে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া পরিচালনায় কার্যত নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে।

তৃণমূলের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "অভূতপূর্ব পদক্ষেপ হিসেবে সুপ্রিম কোর্টকে প্রতিবেশী রাজ্য থেকে বিচারক মোতায়েনের অনুমতি দিতে বাধ্য হতে হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের চরম অদক্ষতা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার ফলেই এই জট তৈরি হয়েছে।

আদালতের এই হস্তক্ষেপই অনেক কিছু স্পষ্ট করে।"

দলের দাবি, এই নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের লক্ষ্য করে বেছে বেছে ভয় দেখানো ও হয়রানির 'ষড়যন্ত্র'কেও উন্মোচিত করেছে।

অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি-র পশ্চিমবঙ্গ সভাপতি তথা রাজ্যসভার সদস্য শমীক ভট্টাচার্য বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আবারও প্রমাণ করল যে আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়া রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, "একই ধরনের এসআইআর অনুশীলন দেশের অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও হয়েছে। কিন্তু একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই এই প্রক্রিয়াকে ঘিরে বারবার বিতর্ক ও বাধা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ রাজ্য সরকার বা শাসক দল কেউই চায় না যে প্রক্রিয়াটি স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হোক। সুপ্রিম কোর্টের আগের নির্দেশ এবং আজকের সিদ্ধান্তে সেটাই আবার প্রমাণিত হল।"

খবর লেখা পর্যন্ত এ বিষয়ে সিপিআই(এম) বা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে চিঠি পোস্ট করেন নারী সমিতির নেত্রীবৃন্দ। ছবি নিজস্ব।

সুপ্রিম কোর্টের রায়েও থামছে না ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতি বিতর্ক অনিশ্চয়তায় বিশ্ববাজার

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত একাধিক বৈশ্বিক শুল্ককে অবৈধ ঘোষণা করলেও, তাতে বিশ্ববাণিজ্যে তৈরি হওয়া অস্থিরতা এখনও কাটেনি। বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্পের বাণিজ্য ও শুল্ক নীতিকে ঘিরে অনিশ্চয়তা অব্যাহত রয়েছে।

২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ডোনাল্ড ট্রাম্প 'ট্রেড' ও 'ট্যারিফ' শব্দ দু'টিকে সামনে রেখে একাধিক নীতিগত পরিবর্তন আনেন। গত বছর তিনি তথাকথিত ''রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ'' চালু করেন, যার ফলে বহু দেশকে ওয়াশিংটনের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য চুক্তি করতে বা আলোচনায় বসতে বাধ্য হতে হয়।

যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্র দ্য গার্ডিয়ান মন্তব্য করেছে, ২০২৫ সালে ট্রাম্প যখন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামো আমূল বদলে দেন, তখন জাপানসহ একাধিক দেশ দ্রুত চুক্তির পথে হাঁটে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ট্রাম্পের বাণিজ্য পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা বড় ধাক্কা খেয়েছে।

২০ ফেব্রুয়ারি মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে ৬—৩ সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে জানায়, ট্রাম্প আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইন (আইইইপিএ) ব্যবহার করে বৈশ্বিক শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছেন। আদালত স্পষ্ট করে যে, আইইইপিএ জাতীয় নিরাপত্তা জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রণীত, বিস্তৃত বাণিজ্য নীতির জন্য নয়। ফলে ট্রাম্পের আগের বহু "রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ" বাতিল হয়ে যায়।

রায়ের পর ট্রাম্প ১০ শতাংশ বৈশ্বিক শুল্ক ঘোষণা করেন এবং পরে তা বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করেন। তিনি ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের ১২২ ধারা প্রয়োগ করেন। যদিও এই ধারা অনুযায়ী শুল্ক আরোপ সম্ভব, তা সর্বোচ্চ ১৫০ দিনের জন্য এবং কংগ্রেসের অনুমোদন প্রয়োজন।

এ বছর মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে থাকায় প্রতিনিধি পরিষদ দ্রুত সিদ্ধান্ত নাও নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারত, ব্রাজিল ও চীন কোনও বড় সমঝোতা না করেই উল্লেখযোগ্য শুল্ক ছাড় পেয়েছে। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যের মতো দেশগুলি ছাড় দেওয়া সত্ত্বেও বেশি শুল্কের মুখে পড়তে পারে।

ভারত সরকার সম্ভাব্য বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার আগে আলোচনা সাময়িক স্থগিত রেখেছে। দেশের বস্ত্র, রাসায়নিক ও অটো পার্টস রপ্তানিকারকরা উদ্বেগে রয়েছেন। ইউরোপীয় কমিশনের সঙ্গে প্রাথমিক বাণিজ্য সমঝোতার পরও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখন স্পষ্ট ব্যাখ্যা চাইছে এবং প্রয়োজনে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে।

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আগামী ৩১ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল বেজিংয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। তার আগে চীনের বাণিজ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, তারা সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং তার প্রভাব বিশ্লেষণ করছে। তাদের মতে, একতরফা শুল্ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ম ও মার্কিন অভ্যন্তরীণ আইনের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক।

বিশ্লেষকদের ধারণা, ট্রাম্প হয়তো এখন চীনের কাছ থেকে মার্কিন সয়াবিন, বোয়িং বিমান বা জ্বালানি আমদানির বড় প্রতিশ্রুতি আদায়ে আগের মতো চাপ সৃষ্টি করতে পারবেন না। পাশাপাশি, বিরল খনিজ রপ্তানির মতো কৌশলগত ক্ষেত্রেও বেজিং ধীর কৌশল নিতে পারে।

সব মিলিয়ে, সুপ্রিম কোর্টের রায় সত্ত্বেও ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতিকে ঘিরে অনিশ্চয়তা ও কূটনৈতিক টানাপোড়েন এখনও অব্যাহত রয়েছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

ব্রজে মহাধুমধামে শুরু গ্র্যান্ড হোলি, বরসানা-নন্দগাঁওয়ে ভক্ত ও পর্যটকদের ঢল

মথুরা (উত্তরপ্রদেশ), ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : ব্রজভূমিতে আনুষ্ঠানিক আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হলো বিশ্বখ্যাত গ্র্যান্ড ব্রজ হোলি। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ভক্ত ও পর্যটক ভিড় জমিয়েছেন বরসানা, বৃন্দাবন ও মথুরায় এই ঐতিহ্যবাহী উৎসব প্রত্যক্ষ করতে।

মঙ্গলবার বরসানার মহিলারা নন্দগাঁওয়ে গিয়ে প্রতীকী আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী লাঠমার হোলির সূচনা করেন। এই রীতির মধ্য দিয়েই অঞ্চলে ফাগ (হোলি) উৎসবের আনুষ্ঠানিক শুরু হয়। সন্ধ্যায় শ্রদ্ধেয় শ্রী রাধা রাণী মন্দির (লাডলি জি মন্দির)-এর প্রাঙ্গণে লাড্ডু প্রসাদ বর্ষণের আয়োজন করা হয়, যা দেখতে বিপুল সংখ্যক ভক্ত সমবেত হন।

দূরদূরান্ত থেকে আসা দর্শনার্থীরা শতাব্দীপ্রাচীন এই ঐতিহ্য দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। মুম্বাই থেকে আসা এক ভক্ত বলেন, এখানে এসে খুব ভালো লাগছে। সবকিছু অত্যন্ত সুন্দর। এই উদযাপন প্রত্যক্ষ করা সত্যিই অসাধারণ। আরেক দর্শনার্থী জানান, "এ অভিজ্ঞতা আনন্দ ও আধ্যাত্মিক তৃপ্তিতে ভরপুর। জীবনে অন্তত একবার সকলেরই এটি দেখা উচিত।

বিপুল জনসমাগম সামাল দিতে প্রশাসন কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে। পুলিশ সুপার (নিরাপত্তা) সুরেশ চন্দ্র রাওয়াত জানান, বিশ্ববিখ্যাত এই উৎসব কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভিড় নিয়ন্ত্রণে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য আলাদা পথ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ভক্তদের মন্দিরে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, যাতে নির্বিঘ্ন দর্শন নিশ্চিত হয়। তিনি জানান, সম্ভাব্য ভিড়ের স্থানগুলিতে ব্যারিকেড বসানো হয়েছে এবং জনচলাচল নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। গোটা এলাকায় ২৩০টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে, যা তিনটি কন্ট্রোল রুম থেকে নজরদারি করা হচ্ছে। কার্যকর নিরাপত্তা মোতায়েনের জন্য অঞ্চলটিকে সাতটি জোন ও ১৮টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে।

উৎসব শান্তিপূর্ণ রাখতে অসামাজিক উপাদানদের উপরও কড়া নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আগামী কয়েক দিনে ব্রজ অঞ্চলের এই বর্ণাঢ্য হোলি উদযাপন আরও জোরদার হবে এবং দর্শনার্থীর সংখ্যা আরও বাড়বে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

তামিলনাড়ুর আভাড়ির কাছে মিনিবাস উল্টে যুবতীর মৃত্যু, আহত অন্তত দশ

চেন্নাই, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : তামিলনাড়ুর আভাড়ির কাছে কেন্দ্রীয় ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে একটি মিনিবাস উল্টে গেলে ২০ বছর বয়সি এক যুবতীর মৃত্যু হয়েছে এবং অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার ভোররাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভিল্লুপুরম জেলার কান্দামঙ্গলম গ্রামের ২৫ জনেরও বেশি বাসিন্দা তীর্থযাত্রায় সিরুভাপুরী মুরুগান মন্দিরে যাচ্ছিলেন। ৩৯ বছর বয়সি মোহন গাড়িটি চালাচ্ছিলেন।

মিনিবাসটি চেন্নাই-তিরুভাল্লুর হাই রোড ধরে যাচ্ছিল এবং আভাড়ির উপকণ্ঠে ভেল্লানুরের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, চালক স্টিয়ারিংয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

এরপর বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার কেন্দ্রীয় ডিভাইডারের একটি ছোট সেতু-সদৃশ কাঠামোতে ধাক্কা মেরে পাশের খাদে উল্টে যায়। বিকট শব্দে বাসটি দুমড়ে-মুচড়ে গেলে যাত্রীরা ভেতরে আটকে পড়েন।

যাত্রীদের মধ্যে রেভাক্কা (২০) গুরুতর জখম হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। আরও অন্তত ১০ জন যাত্রী ভাঙা হাড় ও মাথায় আঘাতসহ বিভিন্ন মাত্রার চোট পান। খবর পেয়ে একাধিক ১০৮ অ্যাম্বুল্যান্স এসে আহতদের তিরুভল্লুর সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে।

আভাদি পুলিশ স্টেশন-এর পুলিশ এবং ট্রাফিক ইনভেস্টিগেশন উইং ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় উদ্ধারকাজ চালায়। ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে এবং সঠিক কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে তামিলনাড়ু জুড়ে একের পর এক সড়ক দুর্ঘটনার মধ্যে এই ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। চলতি মাসের শুরুতে মাদুরাই ও সেলম-সহ বিভিন্ন জেলায় জাতীয় সড়কে একাধিক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে, যা সড়ক নিরাপত্তা, চালকের ক্লান্তি এবং রাতের ভ্রমণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

রাজ্য পরিবহণ দফতরের তথ্য অনুযায়ী, অতিরিক্ত গতি ও চালকের অবসাদ বিশেষত গভীর রাত ও ভোরের সময় দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ। প্রশাসন দীর্ঘপথ ও তীর্থযাত্রার গাড়ির চালকদের রাতভর যাত্রার আগে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এ ধরনের প্রতিরোধযোগ্য দুর্ঘটনা রুখতে সচেতনতা প্রচার ও কড়া নজরদারি আরও জোরদার করা হচ্ছে।

কাঁচা পাটের এমএসপি কুইন্টালপিছু ২৭৫ টাকা বৃদ্ধি, ২০২৬-২৭ মরশুমে দাম নির্ধারণ ৫,৯২৫ টাকা

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি (সিসিইএ) ২০২৬-২৭ বিপণন মরশুমের জন্য কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) কুইন্টালপিছু ২৭৫ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ মরশুমে টিডি-৩ গ্রেডের কাঁচা পাটের এমএসপি নির্ধারণ করা হয়েছে কুইন্টালপিছু ৫,৯২৫ টাকা। এই মূল্য উৎপাদনের সর্বভারতীয় ওজনযুক্ত গড় খরচের তুলনায় ৬১.৮ শতাংশ মুনাফা নিশ্চিত করবে।

২০১৮-১৯ সালের বাজেটে ঘোষিত নীতিমালা অনুযায়ী, এমএসপি উৎপাদন খরচের অন্তত ১.৫ গুণ নির্ধারণের যে নীতি নেওয়া হয়েছিল, নতুন এমএসপি সেই নীতির সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে জানানো হয়েছে।

২০২৫-২৬ মরশুমের তুলনায় ২০২৬-২৭ মরশুমে এমএসপি ২৭৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে কাঁচা পাটের এমএসপি ছিল কুইন্টালপিছু ২,৪০০ টাকা, যা ২০২৬-২৭-এ বেড়ে ৫,৯২৫ টাকায় পৌঁছেছে। অর্থাৎ এই সময়ে মোট ৩,৫২৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালে পাটচাষিদের এমএসপি বাবদ মোট ১,৩৪২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। তুলনায় ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪ সময়ে এই পরিমাণ ছিল ৪৪১ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া(জেসিআই) আগের মতোই মূল্য সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় নোডাল সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। এ ধরনের কার্যক্রমে কোনও ক্ষতি হলে তা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র সরকার বহন করবে।

ভারত বিশ্বে কাঁচা পাট উৎপাদনে শীর্ষস্থানীয় দেশ। দেশের মোট উৎপাদনের ৯৯ শতাংশের বেশি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অসম, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশে কেন্দ্রীভূত। অনুকূল জলবায়ু ও অলুভিয়াল মাটির কারণে পশ্চিমবঙ্গ একাই দেশের মোট উৎপাদনের ৮০ শতাংশের বেশি সরবরাহ করে। এর পরেই রয়েছে বিহার ও অসম। সরকারের এই সিদ্ধান্তে পাটচাষিদের আয় বৃদ্ধি এবং পাটখাতের স্থিতিশীলতা আরও জোরদার হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আইজিআই বিমানবন্দরে ৫.৪২ কোটি টাকার অঘোষিত সোনা-বিদেশি মুদ্রা উদ্ধার, মার্কিন পাসপোর্টধারী গ্রেফতার

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (আইজিআই) বিপুল পরিমাণ অঘোষিত বিদেশি উৎসের পণ্য ও মুদ্রা উদ্ধারের পর এক মার্কিন পাসপোর্টধারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে শুল্ক দফতর।

শুল্ক আধিকারিকদের তরফে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট যাত্রী হংকং থেকে সিএক্স-৬৯৫ নম্বরের বিমানে দিল্লিতে পৌঁছন। রুটিন স্পট প্রোফাইলিংয়ের ভিত্তিতে তাঁকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়।

এক্স-রে স্ক্যানিংয়ের পর আইনানুগ প্রক্রিয়া মেনে বিস্তারিত শারীরিক তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে ১.২ কেজি সোনা ও হীরার গয়না, ১০ কেজি রুপোর বাসন এবং বিলাসবহুল ঘড়ি উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া ঘড়িগুলির মধ্যে ছিল রোলেক্স, বিভিএলগারি, চোপার্ড এবং কারটিয়ার-এর মতো আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড।

এছাড়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদেশি মুদ্রাও যেমন ৯,০৮৪ মার্কিন ডলার, ৬০৫ ইউরো এবং ২,৫৪০ হংকং ডলার উদ্ধার হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মোট মূল্য প্রায় ৫.৪২ কোটি টাকা বলে অনুমান করা হয়েছে। আগমনের সময় এই সামগ্রী ঘোষণা না করায় কাস্টম আইন ১৯৬২-এর ১১০ ধারায় পণ্যগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে ৫৫২ গ্রাম ওজনের দেশীয় উৎসের সোনা বাজেয়াপ্ত না করে যাত্রীর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে দফতর। শুল্ক আইনের ১০৪ ধারায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত চলছে। শুল্ক আধিকারিকরা জানান, চোরাচালান রুখতে ও আইন মেনে আমদানি নিশ্চিত করতে নিয়মিত স্পট প্রোফাইলিং ও লাগেজ পরীক্ষা চালানো হয়।

এক আধিকারিক বলেন, এই অভিযানে উচ্চমূল্যের পণ্য ও বিদেশি মুদ্রার অবৈধ আমদানি রুখতে শুল্ক কর্মীদের সতর্কতা প্রমাণিত হয়েছে। দেশের আর্থিক স্বার্থ রক্ষায় আমরা বদ্ধপরিকর।

অঘোষিত পণ্যের উৎস এবং এ ঘটনায় অন্য কারও জড়িত থাকার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভারতে আগত যাত্রীদের শুল্কযোগ্য পণ্য ও মুদ্রা যথাযথভাবে ঘোষণা করার জন্য কর্তৃপক্ষ পুনরায় সতর্ক করেছে।

কেরালার নাম পরিবর্তন বিজেপি-সিপিআই(এম) এর নীরব সমঝোতার ফল: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : বামফ্রন্ট শাসিত কেরালার নাম পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে বিজেপি ও সিপিআই(এম)-এর নীরব সমঝোতার জেরে। মঙ্গলবার এমনই দাবি করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, এই ধরনের গোপন রাজনৈতিক সমঝোতা পশ্চিমবঙ্গেও রয়েছে।

সম্প্রতি কেরালার নাম 'কেরালাম' করার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, কেরালার নাম পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে বিজেপি ও সিপিআই(এম)-এর বোঝাপড়ার কারণে। কিন্তু আমাদের 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর নাম 'বাংলা' করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়নি। তবু শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব, যাতে রাজ্যের নাম পরিবর্তন হয়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভাবনা ও দর্শনের কথা মাথায় রেখেই তিনি 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর নাম 'বাংলা' করার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব একাধিকবার বিধানসভায় গৃহীত হলেও কেন্দ্রীয় সরকার তা অনুমোদন করেনি। তিনি বলেন, জাতীয় স্তরের পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের নাম শেষে ডাকা হয়, কারণ ইংরেজি বর্ণানুক্রমে 'ডব্লিউ' শেষে পড়ে। আমাকেও বিভিন্ন সম্মেলনে একই সমস্যার মুখে পড়তে হয়। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, অতীতে একাধিক রাজ্যের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করেছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা হয়নি। যদিও একই সঙ্গে তিনি কেরালার মানুষকে শুভেচ্ছাও জানান। তিনি আরও বলেন, এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। ওরা 'বিরোধী- বাংলা' ও 'বিরোধী-বাঙালি'। পশ্চিমবঙ্গের মনীষী ও মহাপুরুষদের অসম্মান করে। ভোটের সময়ই শুধু 'বাংলা' শব্দটি ব্যবহার করে, অভিযোগ করেন তিনি। তবে অন্য কোনও রাজ্যের নাম পরিবর্তনে তাঁর আপত্তি নেই বলেও স্পষ্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী। আমরা নমনীয়। অন্য রাজ্যের সঙ্গে আমাদের কোনও বিরোধ নেই। আমরা সব রাজ্যকেই ভালোবাসি। শুধু চাই, আমাদেরও যেন নাম পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয়, বলেন তিনি। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান আপত্তি ছিল 'বাংলা' নামটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের নামের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ শোনায়। এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে না মঞ্জুর হয়েছে, না বাতিল হয়েছে।

তামিলনাড়ু ভোট: ৩০-৩৫ আসনে লড়তে চায় বিজেপি এআইএডিএমকে-কে দিল ৭২ আসনের তালিকা

চেন্নাই, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : আগামী ২০২৬ সালের তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের আগে আসন সমঝোতা নিয়ে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে তামিলনাড়ু বিজেপি আনুষ্ঠানিকভাবে ৭২টি বিধানসভা কেন্দ্রের একটি তালিকা এআইএডিএমকে-র হাতে তুলে দিয়েছে। সূত্রের খবর, বিজেপি জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)-এর অধীনে সরাসরি ৩০ থেকে ৩৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী। তালিকাটি এআইএডিএমকে-র সাধারণ সম্পাদক এডাপ্পাডি কে. পালানিস্বামী-এর হাতে তুলে দেন তামিলনাড়ু বিজেপি সভাপতি নাইনর নাগেনথ্রান এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্যের নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা পীযূষ গোয়েল। বৈঠকটি চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

তামিলনাড়ুতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট-এর গুরুত্বপূর্ণ শরিক হল এআইএডিএমকে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই জোট পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজ্যের দুই প্রধান জোটে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা তীব্র হচ্ছে। একদিকে ডিএমকে নেতৃত্বাধীন জোটে কথাবার্তা এগোচ্ছে বলে জানা গেছে, অন্যদিকে এনডিএ আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যন্তরীণ আসন বণ্টন প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

সূত্রের দাবি, বিজেপির পছন্দের তালিকায় চেন্নাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ শহুরে কেন্দ্র যেমন থাউজ্যান্ড লাইটস, টি. নগর ও ভেলাচেরি রয়েছে। পাশাপাশি তিরুভাল্লুর জেলার তিরুত্তানি ও আভাড়ি, কাঞ্চিপুরম ও থাল্লি আসনেও আগ্রহ দেখিয়েছে দলটি। দক্ষিণাঞ্চলের আলাঙ্গুলাম ও তেনকাসি কেন্দ্রও তালিকায় রয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়া তিরুভান্নামালাই, সিঙ্গানাল্লুর, আরাভাকুরিচি, পালানি, ভিলাভানকোড ও নাগেরকোইল আসনেও বিজেপি লড়তে আগ্রহী। সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলাফল ও সাংগঠনিক উপস্থিতির ভিত্তিতে এসব কেন্দ্রে উল্লেখযোগ্য ভোট পাওয়ার আশা করছে দল।

জুবিন নৌটিয়ালের ব্যক্তিত্ব অধিকার রক্ষায় নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : জনপ্রিয় গায়ক জুবিন নৌটিয়ালের ব্যক্তিত্ব ও প্রচার অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করেছে দিল্লি হাই কোর্ট। আদালত একতরফা অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করে একাধিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্ল্যাটফর্ম, অনলাইন ইন্টারমিডিয়ারি, ই-কমার্স ওয়েবসাইট এবং অজ্ঞাত পরিচয় সংস্থাকে তাঁর নাম, কণ্ঠস্বর, ছবি ও অন্যান্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

বিচারপতি তুষার রাও গেদেলার একক বেঞ্চ এই অন্তর্বর্তী আদেশ দেন। জুবিন নৌটিয়াল বাণিজ্যিক মামলায় অভিযোগ করেন, অনুমতি ছাড়া এ আই-নির্ভর কনটেন্ট, ভয়েস ক্লোনিং, ডিপফেক, চ্যাটবট এবং নকল পণ্য বিক্রির মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রচার অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। আদালত পর্যবেক্ষণ করে জানায়, প্রাথমিকভাবে বাদীর শক্তিশালী মামলা রয়েছে এবং তাঁর সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের কথা বিবেচনায় ভারসাম্য তাঁর পক্ষেই রয়েছে। অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা না দিলে তাঁর সুনাম ও পরিচয়ে অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে, যা আর্থিক ক্ষতিপূরণে পূরণ করা সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতি।

মামলায় দাবি করা হয়, গায়কের ব্যক্তিত্ব অধিকারের মধ্যে তাঁর নাম, কণ্ঠস্বর, গায়কির ধরন, ভোকাল স্টাইল, অভিব্যক্তি, ছবি, স্বাক্ষর ও সদৃশতা অন্তর্ভুক্ত। অভিযোগ, কিছু এআই প্ল্যাটফর্ম মেশিন লার্নিং ও জেনারেটিভ এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাঁর কণ্ঠ ও মুখভঙ্গি নকল করে অডিও-ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট তৈরি করছে। এছাড়া অনলাইন মার্কেটপ্লেস যেমন ফ্লিপকার্ট এবং অ্যামাজন-এ তাঁর নাম ও ছবি ব্যবহার করে পোস্টার, ডিজিটাল আর্টওয়ার্কসহ বিভিন্ন পণ্য বিক্রির অভিযোগও ওঠে, যা ভুয়ো সমর্থন বা সংযুক্তির ইঙ্গিত দেয়।

আদালত সংশ্লিষ্ট বিবাদী ও 'জন ডো' সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে যে, বিজ্ঞাপন, পণ্য, ডোমেইন নেম, এআই ভয়েস মডেল, সিন্থেসাইজড ভয়েস, ডিজিটাল অ্যাভাটার, ডিপফেক, ফেস মর্ফিং বা অনুরূপ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে জুবিন নৌটিয়ালের ব্যক্তিত্ব অধিকার ব্যবহার বা শোষণ করা যাবে না। পাশাপাশি অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলিকে চিহ্নিত লঙ্ঘনকারী ইউআরএল, পোস্ট, ভিডিও ও অ্যাপ ব্লক বা সরিয়ে ফেলতে এবং সংশ্লিষ্ট সত্ত্বার বিবরণ প্রকাশ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রায় কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এবং টেলিযোগাযোগ দফতরকেও মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আদালত বিবাদীদের সমন জারি করে ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিলের নির্দেশ দিয়েছে। আগামী ২৮ এপ্রিল যৌথ রেজিস্ট্রারের সামনে শুনানি হবে এবং ২০২৬ সালের ২৫ আগস্ট মামলাটি পরবর্তী শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও প্রচার অধিকার রক্ষায় দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক সুনীল গাভাস্কার, অভিনেতা এন. টি. রামা রাও জুনিয়র, আধ্যাত্মিক নেতা শ্রী শ্রী রবি শঙ্কর, অভিনেতা নাগার্জুন, কাজল, ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন, অভিষেক বচ্চন, চলচ্চিত্র নির্মাতা করণ জোহর এবং পডকাস্টার রাজ শামানি।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জৈবপ্রযুক্তি বিভাগের ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (স্বাধীন দায়িত্ব), ভূ-বিজ্ঞান (স্বাধীন দায়িত্ব), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, কর্মী, জনঅভিযোগ ও পেনশন, পারমাণবিক শক্তি এবং মহাকাশ প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং ''সুজিভিকা'' জৈব পণ্য ওয়েব পোর্টালের উদ্বোধন করেন।

মঙ্গলবার শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন টেট উত্তীর্ণ বেকাররা। ছবি নিজস্ব।

বিজেডির বিশাল কৃষক সমাবেশ, 'কৃষক-বিরোধী নীতি' নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সরব নবীন পট্টনায়ক

ভুবনেশ্বর, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): রাজ্যের কথিত কৃষক-বিরোধী নীতি ও অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রতিবাদে মঙ্গলবার ভুবনেশ্বরের লোয়ার পিএমজি এলাকায় বিশাল কৃষক সমাবেশের আয়োজন করল বিরোধী দল বিজু জনতা দল (বিজেডি)।

হাজার হাজার বিজেডি কর্মী ও নেতা প্রথমে মাস্টার ক্যান্টিন স্কোয়ারে জড়ো হন। সেখান থেকে মিছিল করে লোয়ার পিএমজি-তে পৌঁছে এক বিশাল জনসভা করেন তাঁরা।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেডি সভাপতি ও বিরোধী দলনেতা নবীন পট্টনায়ক বিজেপি-নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, মন্ডিতে অনিয়ম বাড়ছে এবং রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।

নবীন পট্টনায়ক বলেন, বর্তমান সরকার মুখে "জয় কিষান" স্লোগান দিলেও কাজে "ভাগো কিষান" নীতি অনুসরণ করছে। "কেবল গল্প আর বক্তৃতা দিয়ে সরকার চলে না, বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হয়," মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি দাবি করেন, সরকার ক্ষমতায় আসার প্রায় দুই বছর হতে চললেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। "ভোটের সময় বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু একটিও পূরণ হয়নি," অভিযোগ করেন তিনি।

পূর্ববর্তী বিজেডি সরকারের কৃষকবান্ধব পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, আলাদা কৃষি বাজেট চালু করা হয়েছিল, কল্যাণমূলক কালিয়া (কৃষক অ্যাসিস্ট্যান্স ফর লাইভলিহুড অ্যান্ড ইনকাম অগমেন্টেশন) প্রকল্প কার্যকর করা হয়েছিল, ঋণ সহায়তা নিশ্চিত করা হয়েছিল এবং সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হয়েছিল।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, কৃষকেরা সময়মতো সার পাচ্ছেন না, ধান ক্রয় সঠিকভাবে হচ্ছে না এবং 'কাটনি-ছাটনি' (ধানের ওজন কম দেখানো) বেড়েছে। কৃষকেরা সময়মতো অর্থ পাচ্ছেন না বলেও দাবি করেন তিনি।

নবীন প্রস্তাব দেন, 'কাটনি-ছাটনি' রুখতে বিশেষ স্কোয়াড গঠন, মিলার ও সরকারি আধিকারিকদের কথিত যোগসাজশ ভাঙা, ইনপুট ভর্তুকির ১৫০ কুইন্টাল সীমা প্রত্যাহার, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ডিবিটি-র মাধ্যমে অর্থ প্রদান এবং ৭২ ঘণ্টার মধ্যে খোলা মাঠে পড়ে থাকা ধান সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে।

তিনি অভিযোগ করেন, ১৫ দিন পেরিয়ে গেলেও সরকার কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। "শত শত কোটি টাকা প্রচারে খরচ হচ্ছে, কিন্তু কৃষকদের জন্য কিছুই করা হচ্ছে না," বলেন তিনি।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে নবীন বলেন, রাজ্যে কেউই নিরাপদ নন। নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন, যুবকদের কর্মসংস্থান নেই। বারবার পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাতেও তিনি সরকারের সমালোচনা করেন।

"মানুষ সেবা চায়, বক্তৃতা নয়। কেবল গল্পে সরকার চলে না, ফলাফল দেখাতে হয়," মন্তব্য করে তিনি জানান, কৃষকদের অধিকার রক্ষায় বিজেডি লড়াই চালিয়ে যাবে।

এআই সামিটে যুব কংগ্রেসের 'শার্ট খুলে' বিক্ষোভের পক্ষে খড়্গে

বেঙ্গালুরু, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে যুব কংগ্রেসের 'শার্টলেস' বিক্ষোভকে দেশের স্বার্থে করা হয়েছে বলে সাফাই দিলেন এআইসিসি সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে। একইসঙ্গে বিক্ষোভের জেরে যুব কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা করেন তিনি।

বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খড়্গে বলেন, ভারতীয় যুব কংগ্রেস-এর কর্মীরা জাতীয় স্বার্থে এবং বেকারত্ব ও কৃষকদের দুর্দশার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু তুলে ধরতেই এই প্রতিবাদ করেছিলেন।

তিনি বলেন, "এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে বিক্ষোভের ঘটনায় যুব কংগ্রেসের সদস্যদের গ্রেফতার করে পুলিশ ও বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। আমি এর তীব্র নিন্দা করছি। ভেবেচিন্তেই দেশের স্বার্থে এই প্রতিবাদ করা হয়েছিল। একে গুরুতর অপরাধ হিসেবে দেখা উচিত নয়।"

খড়্গে দাবি করেন, কেন্দ্রের আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি কৃষকদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তাঁর অভিযোগ, "মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর সঙ্গে সরকারের চুক্তির ফলে আমাদের কৃষকদের ওপর বোঝা বেড়েছে। এসব নীতি কৃষকদের ক্ষতি করবে, তাই এই উদ্বেগ তুলে ধরতেই প্রতিবাদ হয়েছিল।"

তিনি আরও বলেন, যুব কংগ্রেস সদস্যদের গ্রেফতার ও জামিন না দেওয়া গণতান্ত্রিক নীতিকে খর্ব করছে।

আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের সময়ে এই বিক্ষোভে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছেবিজেপির এমন অভিযোগের জবাবে খড়্গে বলেন, বড় ইভেন্ট চলাকালীন প্রতিবাদ নতুন কিছু নয়।

তিনি উল্লেখ করেন, কমনওয়েলথ গেমসের সময়ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গডকড়ি-সহ বিজেপি নেতারা প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন। যুব কংগ্রেসের এই কর্মসূচিও দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ছিল, কিন্তু এখন তা প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এদিকে গত শুক্রবার সামিট ভেন্যুর হল নম্বর ৫-এ একদল যুব কংগ্রেস কর্মী শার্ট খুলে সরকারের বিরুদ্ধে এবং ভারত-মার্কিন অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির বিরোধিতায় স্লোগান লেখা টি-শার্ট প্রদর্শন করেন। পরে নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁদের সরিয়ে দেন।পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা অনলাইনে নিবন্ধন করে কিউআর কোডের মাধ্যমে ভেন্যুতে প্রবেশ করেছিলেন।

বাংলাদেশ আইসিটির বিদায়ী প্রধান কেঁসুলির বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ

ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) বিদায়ী প্রধান কেঁসুলি মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন একই ট্রাইব্যুনালের এক প্রসিকিউটর। তাঁর দাবি, তাজুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি চক্র 'প্রধান কেঁসুলির চেয়ার'কে অর্থ উপার্জনের হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

সোমবার সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে প্রসিকিউটর বিএম সুলতান মাহমুদ তাজুল ইসলাম এবং সহকারী প্রসিকিউটর গাজী মনোয়ার হোসেন তামিমের বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়ম, অর্থ লেনদেন এবং উচ্চপ্রোফাইল মামলার প্রশ্নবিদ্ধ ব্যবস্থাপনার অভিযোগ তোলেন।

সুলতানের দাবি, গত বছরের নভেম্বরের শেষ দিকে জুলাই ২০২৪-এ আশুলিয়ায় ছয়জনকে হত্যা ও দেহ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত আবজালের স্ত্রী এক সন্ধ্যায় ভারী ব্যাগ নিয়ে তামিমের কক্ষে প্রবেশ করেন।

"বিষয়টি নজরে আসার পর আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাজুল ইসলামের কক্ষে গিয়ে জানাই। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, বরং আমাদেরই ভর্ৎসনা করা হয়," বলেন সুলতান।

তিনি আরও দাবি করেন, পরে একাধিক ব্যক্তির উপস্থিতিতে তামিম স্বীকার করেন যে আবজালের স্ত্রী তাঁর দপ্তরে এসেছিলেন। এ বিষয়ে তাজুল ইসলাম কেবল প্রশ্ন করেন কেন অভিযুক্তের স্ত্রী সেখানে গিয়েছিলেনএরপর বিষয়টি আর এগোয়নি বলে অভিযোগ।

সুলতানের অভিযোগ, পরে আবজালকে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী করা হয় এবং চূড়ান্ত রায়ে তিনি খালাস পান।

এছাড়া চানখারপুল মামলায়, যেখানে জুলাই আন্দোলনের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে অন্তত ছয়জন নিহত হন, সেই মামলার তদন্ত নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সুলতান। তাঁর দাবি, ভিডিও ফুটেজে উপপরিদর্শক আশরাফুলকে গুলি চালানোর নির্দেশ দিতে দেখা গেলেও তাঁকে অভিযুক্ত না করে সাক্ষী করা হয়েছে।

রংপুরের আবু সাঈদ হত্যা মামলায় সহকারী পুলিশ কমিশনার আল ইমরান হোসেনকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। সুলতানের দাবি, আদালতে একাধিক সাক্ষী ইমরানের বিরুদ্ধে জবানবন্দি দিলেও তাঁকে মামলার বাইরে রাখা হয়েছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকেও যথাযথ কারণ ছাড়াই রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী করা হয়েছে।

এই অভিযোগের জবাবে সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তাজুল ইসলাম বলেন, "এগুলো ব্যক্তিগত অভিযোগ, যার সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। আমরা এমন অভিযোগ খতিয়ে দেখেছি এবং সেগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে কেউ এসব ছড়ালে তা দুর্ভাগ্যজনক।"

সোমবার মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিটির প্রধান কেঁসুলি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে বিদায়ী প্রধান কেঁসুলি তাজুল ইসলামের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেন।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে শেখ হাসিনা-নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর মুহাম্মদ ইউনূস-নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার তাজুল ইসলামকে আইসিটির প্রধান কেঁসুলি হিসেবে নিয়োগ দেয়। তাঁর কার্যকালে একাধিক মামলায় প্রক্রিয়াগত ত্রুটি ও বিতর্কিত রায়ের অভিযোগে ট্রাইব্যুনাল আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনার মুখে পড়ে।

Ph: - (03821)-295080 (Land)

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 42/NIT/EE/PWD/AMP/2025-26 Dated: 10-02-2026
Memo No.F.TC-I(P-I)/EE/PWD/AMP/11732-11807 Dated- 10-02-2026.
Cost of Tender form: Rs.10,000.00/- (Ten thousand) only.
Last date and time for document downloading and bidding: 16-03-2026 upto 15.00 hrs. at 15.30 hrs. (if possible.)
Time and date for opening of bid: 16-03-2026

Sl No.	Name of Work	Earnest Money	Time for Completion
1	Strengthening & Improvement of roads under World Bank aided project TRESP in Silachari Block under Amarpur Division, PWD(R&B). Gr- III RFB NO: IN-PWD (R & B)-529869-CW	28,00,000.00	540 Days

Tender can also be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.

For and on behalf of Governor of Tripura
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur, Gomati Tripura
ICA/C-4514/26

GOVERNMENT OF TRIPURA
STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING
Abhoynagar, Agartala

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকল ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জানানো যাচ্ছে যে, SCERT দ্বারা পরিচালিত ত্রিপুরা সায়েন্স অ্যান্ড ম্যাথ ট্যালেন্ট সার্চ" (নবম শ্রেণি) এবং ত্রিপুরা জুনিয়র ট্যালেন্ট সার্চ" (ষষ্ঠ শ্রেণি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফল আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা তাদের ফলাফল এবং বিস্তারিত মেধা তালিকা (Merit List) দেখার জন্য পর্ষদের নির্ধারিত অফিশিয়াল ওয়েবসাইট https://www.tripuratalentsearch.com/ এ লগ-ইন করতে পারেন।

পরবর্তী শংসাপত্র এবং বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।

(বি.সি. দেববর্মা)
অতিরিক্ত অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ,ত্রিপুরা, আগরতলা।
ICA/D-2038/26

NIT NO: e-PT-25/EE/RD/MNU/D/2025-26, dt.23.02.2026
On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, R D Manu Division, Government of Tripura invites percentage rate separate e-tender (both Technical and Financial bid) Maintenance work under RD Manu Division from the eligible bidders in PWD form-6 up to 3.00 P.M on 03-03-2026 as per the terms condition mentioned in DNIT. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. Binoy Kr. Jamatia)
Executive Engineer
RD Manu Division, Dhalai
ICA/C-4510/26

অসমের ৯০-৯৫টি বিধানসভা আসনে কার্যত বিরোধী নেই: হিমন্ত

গুয়াহাটি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মঙ্গলবার দাবি করেছেন, রাজ্যের অধিকাংশ বিধানসভা আসনে বিজেপির বিরুদ্ধে কার্যত কোনও শক্তিশালী বিরোধী নেই। উন্নয়নমুখী শাসনের ফলেই জনসমর্থন দৃঢ় হয়েছে বলে তাঁর বক্তব্য।মারিয়ানি-তে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, অসমের প্রায় ৯০ থেকে ৯৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিরোধী দলের কার্যকর উপস্থিতি নেই। কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংগঠনিক শক্তির অভাবেই তাদের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা কমে গেছে।"অসমের মানুষ বিজেপিকে সমর্থন করছেন, কারণ রাজ্যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। যারা অসম ও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে নেতিবাচক ভাবনা পোষণ করেন, তারা উন্নয়নের এই ঝড়ে ভেসে যাবেন," বলেন মুখ্যমন্ত্রী।তিনি দাবি করেন, সড়ক, সেতু, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগ রাজ্যকে বদলে দিয়েছে এবং মানুষের আস্থা আরও মজবুত করেছে।বিরোধী দলগুলির সমালোচনা করে তিনি বলেন, কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী শক্তি জনস্বার্থের ইস্যু নিয়ে কাজ না করে নিজেদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তিতে ব্যস্ত। জোটসঙ্গীদের সঙ্গে আসন বণ্টন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আলোচনা মসৃণভাবে এগোচ্ছে এবং মার্চের প্রথম সপ্তাহেই তা চূড়ান্ত হবে। বর্তমানে অসমে বিজেপির জোটসঙ্গী হিসেবে রয়েছে অসম গণ পরিষদ (এজিপি) এবং ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল)। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার লক্ষ্যেই বিজেপি আগাম নির্বাচনী প্রচারে আত্মবিশ্বাসী অবস্থান নিচ্ছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 30/EE/WR-III/UDP/2025-26 Date: 19/02/2026

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost (In Rs)	Earnest Money (In Rs)	Bid Fee (In Rs)	Time for Completion (In Months)	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Class of Bidder
1	DNIeT No:23/SE/WRC-III/UDP/DNIeT/2025-26	1,36,60,111.00	2,73,202.00	4,000.00	03(Three) Months	Upto 15.00 Hrs on 02.03.2026	At 15.30 Hrs on 02.03.2026 (If Poossible)	Appropriate Class

The Bid Forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal: https://tripuratenders.gov.in

For & on behalf of the Governor
(Er. Rati Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Water Resource Division No.III
Udaipur, Gomati, Tripura
ICA/C-4517/26

Press Notice Inviting e-Tender

Sl No.	Name of item	Tender Value/ Estimated Cost	EMD & Tender Fee	Completion Period	Bid Submission End Date & Time	Bid Opening Date	Place of Bidding
1	Procurement of 42 (Forty two) nos. digital Pusa Soil Test Fertilizer Recommendation Meter (Pusa STFR Meter) along with other accessories and reagent kit (consumables) for analysis of 50 nos samples along with 1(one) year Annual Maintenance Contract (AMC) for 42 (forty two) nos PM SHRI school indifferent location of 8 (eight) District of the state of Tripura under "School Soil Health Programme" during 2025-26.	Rs. 42.00 Lakhs (Approx)	EMD Rs. 84000/- Tender Fee Rs. 1000/-	365 Days	04.03.2026 5.30 PM	05.03.2026 12 PM	https://tripuratenders.gov.in

Eligible bidders shall participate in bidding only in online mode through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing with option for Re-Submission wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e- procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding after the scheduled date and time of Bid Submission. Submission of bids physically is not permitted.
Bid Fee and Earnest Money Deposit are to be paid electronically over the Online payment facility provided in the portal, any time after Bid Submission Start Date & before Bid Submission End Date, using either of the supported payment Mode like Net Banking / Debit Card/ Credit Card. The Bid Fee of Rs.1000 only, as paid electronically over the Online Payment facility, is Non-Refundable and to be deposited to the Government account automatically as revenue.
Bid(s) shall be opened through online process by respective designated Bid openers on behalf of the Joint Director of Agriculture (Research) Arundhutinagar, Agartala and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact sarstripura@gmail.com.in.

(Dr.Uttam Saha)
Joint Director of Agriculture (Research)
State Agriculture Research Station
Arundhatinagar, Agartala
ICA/C-4503/26

ঢাকায় 'মাদকবিরোধী' অভিযানে সাংবাদিক ও শিক্ষার্থী আহত

ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মাদকবিরোধী অভিযান চালাতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে কয়েকজন সাংবাদিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর (ডিইউ) শিক্ষার্থী এবং এক পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন বলে স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ-এর (ডিএমপি) রমনা জোন এই অভিযান পরিচালনা করে। ডিএমপির রমনা জোনের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ জানান, অভিযানে সাত থেকে আটজনকে আটক করা হয় এবং প্রায় ৬০ থেকে ৭০ জন পুলিশ সদস্য মোতায়েন ছিলেন।

ডিসি মাসুদ বলেন, "আজ খুব বেশি গ্রেপ্তার করা হয়নিমূলত তাদের ছত্রভঙ্গ করাই উদ্দেশ্য ছিল।"

আহতদের মধ্যে রয়েছেন আজকের পত্রিকার প্রতিবেদক কাওসার আহমেদ রিপন, বাংলানিউজ২৪-এর প্রতিবেদক তোফায়েল আহমেদ, ডিইউ শিক্ষার্থী নাঈম উদ্দিন এবং এক পুলিশ কনস্টেবল।

কাওসার আহমেদ রিপন অভিযোগ করেন, প্রথমে তার সহকর্মী তোফায়েলকে পুলিশ মারধর করে। তিনি বাধা দিতে গেলে তার মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাকেও মারধর করা হয়।

এদিকে একটি ভিডিও ফুটেজে নাঈম উদ্দিনকে পুলিশ সদস্যদের হাতে মারধরের শিকার হতে দেখা গেছে। নাঈম জানান, তিনি ও তার বন্ধুরা 'বহুভাষার সন্ধ্যা' নামে একটি অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করতে উদ্যানে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বের হওয়ার সময় পুলিশের মুখোমুখি হন তারা।

নাঈমের দাবি, "আমাদের কাছে কিছুই পাওয়া যায়নি। তবুও তারা তর্কের অভিযোগ তোলে। কথোপকথনের মাঝেই একজন আমাকে ধরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে মারধর করে। আমার বন্ধুকেও মারা হয়।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, পুলিশ তার মোবাইল ফোন জব্দ করে এবং তাকে দীর্ঘ সময় থানায় আটকে রাখে, কারও সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ দেয়নি।

অভিযান প্রসঙ্গে ডিসি মাসুদ বলেন, এটি ছিল নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযান। তার দাবি, রাত ৮-৯টার পর উদ্যানে অন্য কেউ থাকে না এবং কিছু ব্যক্তি অন্ধকার এলাকায় বসে গাঁজা সেবন করছিলেন বলে অভিযোগ।

তিনি আরও জানান, অভিযানের সময় মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন ৮-১০ জন পুলিশ সদস্য ডিইউ শিক্ষার্থীদের একটি দলের মুখোমুখি হন।

কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে এক কনস্টেবলের চোখের ওপর ধারালো বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয়, এতে তিনি গুরুতর জখম হন।

সাংবাদিকদের মারধরের অভিযোগ প্রসঙ্গে ডিসি মাসুদ বলেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাংবাদিক তা পুলিশ বুঝতে পারেনি, কারণ তার গলায় কোনো দৃশ্যমান প্রেস কার্ড ছিল না। তবে আহত সাংবাদিকরা এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তাদের ওপর হামলা ছিল ইচ্ছাকৃত।

৯,০৭২ কোটি টাকার তিনটি মাল্টি-ট্র্যাকিং রেল প্রকল্পে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি (সিসিইএ) মঙ্গলবার চারটি রাজ্যে তিনটি মাল্টি-ট্র্যাকিং রেল প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। মোট বিনিয়োগ ধরা হয়েছে ৯,০৭২ কোটি টাকা।

অনুমোদিত প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে গোঁদিয়া-জবলপুর ডাবলিং, পুনরাখ-কিউল তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন এবং গামহারিয়া-চাণ্ডিল তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন। এই তিনটি প্রকল্প মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের মোট আটটি জেলায় বিস্তৃত হবে। প্রায় ৩০৭ কিলোমিটার রেলপথ সম্প্রসারণের মাধ্যমে ভারতীয় রেলের নেটওয়ার্ক বাড়ানো হবে এবং ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে কাজ সম্পন্নের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের ফলে প্রায় ৫, ৪০৭টিগ্রাম, যেখানে প্রায় ৯৮ লক্ষ মানুষের বসবাস, উন্নত রেল সংযোগের আওতায় আসবে।

এই সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে জবলপুরের কচ্ছনার শিব মন্দির, বালাঘাটের কানহা জাতীয় উদ্যান, পেঞ্চ জাতীয় উদ্যান, ধুয়াঁধার জলপ্রপাত, বরগি বাঁধ, চাণ্ডিল বাঁধ, দলমা পাহাড়শীর্ষ এবং দলমা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য-সহ একাধিক পর্যটনকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আরও সহজ হবে।

সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নতুন লাইন সংযোজনের ফলে রেলের চলাচল ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, অপারেশনাল দক্ষতা ও পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা বাড়বে এবং যানজট কমবে। এই প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'নিউ ইন্ডিয়া' ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা আঞ্চলিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষকে আত্মনির্ভর করে তুলতে সহায়ক হবে।প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী গতি শক্তি জাতীয় মহাপরিকল্পনা-এর আওতায় পরিকল্পিত, যেখানে সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন ও মাল্টি-মোডাল সংযোগ জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই রুটগুলি কয়লা, ইস্পাত, লৌহ আকরিক, সিমেন্ট, সার, খাদ্যশস্য, পেট্রোলিয়াম পণ্যসহ বিভিন্ন পণ্য পরিবহণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে বছরে অতিরিক্ত ৫২ মিলিয়ন টন মাল পরিবহণ সম্ভব হবে বলে জানানো হয়েছে।

সরকারের মতে, পরিবেশবান্ধব ও জ্বালানি-দক্ষ পরিবহণ ব্যবস্থা হিসেবে রেল ব্যবহারের ফলে বছরে প্রায় ৬ কোটি লিটার তেল আমদানি কমবে এবং ৩০ কোটি কেজি কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন হ্রাস পাবে, যা এক কোটি গাছ রোপণের সমতুল্য।

রাজ্য অতিথিশালায় এআরডিডি, মৎস্য ও তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের জেলা স্তরের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি; রাজ্য অতিথিশালায় আজ প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, মৎস্য এবং তফসিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের পশ্চিম জেলা স্তরের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন তপশিলিজাতি কল্যাণ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। সভায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির বিভিন্ন চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি, বাস্তবায়ণ সংক্রান্ত সমস্যা, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং উপভোক্তাদের কাছে বিভিন্ন পরিষেবা কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়ার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিধায়ক মিনা রানী সরকার ও অন্তরা সরকার দেব, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, বিভিন্ন ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, বিএসসি চেয়ারম্যান, নগর পঞ্চায়েত ও পুরপরিষদগুলির চেয়ারপার্সন সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

পর্যালোচনা সভায় মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের কাছে এই তিনটি দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা সঠিক ভাবে পৌছে দিতে হবে। পশু চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির পরিষেবা আরও শক্তিশালী করা এবং প্রাণীপালকদের কাছে বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগসুবিধা পৌঁছে দিয়ে তাদের আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে। দপ্তরগুলির কাজের মধ্যে আরও সমন্বয় গড়ে তুলতে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। পর্যালোচনা সভায় মৎস্য দপ্তরের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় বর্তমানে ২১,২৪৮ জন ফিশ ফার্মার এবং ৩, ০৫৫ জন মৎস্যচাষি সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। মৎস্যচাষের আওতাধীন জলাশয়ের পরিমাণ ২,৭০৪.১২ একর এবং মোট উৎপাদন হয়েছে ৭, ৮৩০.৯৬ মেট্রিক টন, যা এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। স্থানীয় মৎস্যচাষিদের উৎপাদিত মাছ বাজারজাতকরণের সুবিধা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ, ব্যাংকের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা, উন্নতমানের পোনা সরবরাহ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ সম্প্রসারণের ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আলোচনায় জানানো হয় যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজ্যে মোট ৪৫, ৮০০,৩১১.২২ কেজি দুধ, ৪০,৯১৯,৯০৭টি ডিম এবং ১২,৩৯৬, ৫৫২.৭৭ কেজি মাংস উৎপাদিত হয়েছে।

তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের পর্যালোচনায় পিএম জেএওয়াই, আদর্শ গ্রাম প্রকল্প, এসসি বোর্ডিং হাউজ এবং ড. বি আর আম্বেদকর প্রকল্প সহ বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি তপশিলিজাতি ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ সংক্রান্ত বিষয়েও পর্যালোচনা হয় এবং ব্লক স্তরে প্রকল্পগুলির প্রচার আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন। এছাড়াও উপস্থিত জনপ্রতিনিধিগণ দপ্তরগুলির কাজকর্ম আরও জনমুখী ও ফলপ্রসূ করতে বিভিন্ন গঠনমূলক পরামর্শ দেন।

দিল্লিতে অরুণাচলের

● প্রথম পাতার পর

এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, যার মধ্যে নারীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা এবং ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতির ভিত্তিতে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অভিযুক্ত দম্পতিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

এদিকে, গত ৯ ডিসেম্বর দেরাদুনে ত্রিপুরার ২৪ বছরের এমবিএ ছাত্র অ্যাঞ্জেল চাকমার উপর হামলার ঘটনাও নতুন করে আলোচনায় এসেছে। ভাইকে রক্ষা করতে গিয়ে আক্রান্ত হন তিনি এবং ১৮ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ২৬ ডিসেম্বর মৃত্যু হয়। ঘটনায় পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও মূল অভিযুক্ত এখনও পলাতক। তার বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস ও ব্লু কর্নার নোটিস জারি করা হয়েছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা একাধিকবার উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চানকাপে মূক-বধির যুবক নিখোঁজ, সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে গ্রামবাসীর সরব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি: কচুছড়া থানার চানকাপ গ্রামে এক মূক-বধির যুবকের রহস্যজনক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিখোঁজ যুবকের সন্ধানে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

নিখোঁজ যুবকের নাম পরিতোষ পাল ওরফে সুব্রত (২৩)। তিনি চানকাপ পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। পিতা মৃত সুকুমার পাল এবং মাতা শিখা রানী পাল। জন্ম থেকেই পরিতোষ মূক ও বধির ছিলেন। পরিবারের একমাত্র বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। তিনি মায়ের সঙ্গেই বসবাস করতেন।

গ্রামবাসীদের দাবি, পরিতোষ শান্ত স্বভাবের এবং বিভিন্ন কাজে দক্ষ ছিলেন। ফলে এলাকায় সকলের কাছেই তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর মা শিখা রানী পাল তাঁকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর থেকে পরিতোষকে আর গ্রামে দেখা যায়নি।

দু'দিন পর গ্রামবাসীরা পরিতোষের খোঁজ না পেয়ে তাঁর মায়ের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, পরিতোষকে কুলাই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, ওই সময়ের মধ্যে পরিতোষ পাল নামে কোনো রোগী সেখানে ভর্তি ছিলেন না। এতে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়।

অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে গ্রামবাসীরা প্রশ্ন করলে পরিতোষের মা অসংলগ্ন ও পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দেন। পরে ঘটনাটি কচুছড়া থানায় জানানো হয়। পুলিশ এসে প্রাথমিক তদন্ত করলেও এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ যুবকের কোনো সন্ধান মেলেনি।

টনার ১১ দিন অতিক্রান্ত হলেও পরিতোষ পালের কোনো খোঁজ না মেলায় উদ্বেগ বাড়ছে এলাকায়। কিছু গ্রামবাসীর আশঙ্কা, যুবককে বিক্রি করে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা এখনও প্রমাণিত হয়নি।

এলাকাবাসীর দাবি, পুলিশ দ্রুত ও সঠিক তদন্ত চালিয়ে প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করুক এবং নিখোঁজ যুবককে উদ্ধার করুক। ঘটনাকে ঘিরে পুরো চানকাপ গ্রামে উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

লরি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ২, চালক পলাতক

আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি: লরি ও বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর দুইজন। আজ জোলাইবাড়ি কাকুলিয়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় সংঘটিত হয় এই ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। লরি ও মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দুইজন। জানা গেছে, টিআর —০৩ - এল - ১৭১২ নম্বরের একটি লরির সঙ্গে টিআর —০৮ - ৬৪৮৩ নম্বরের একটি হিরো গ্ল্যামার বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন বাইক চালক খোকন পাটারী (৫৫) এবং তাঁর সঙ্গে থাকা আরোহী রূপন পাটারী(১৬)। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় জোলাইবাড়ি ফাঁড়ি থানার পুলিশ। আহত দু'জনকে উদ্ধার করে জোলাইবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন। পরে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

নিয়োগের দাবিতে টেট

● প্রথম পাতার পর

শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। কিন্তু টেট ওয়ান পরীক্ষায় প্রায় ১৪০০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ফলে প্রায় ৪০০ জনেরও বেশি উত্তীর্ণ প্রার্থী নিয়োগের বাইরে থেকে যাচ্ছেন। বাকি উত্তীর্ণদের নিয়োগের বিষয়ে সরকার কোনও উদ্যোগ নেয়নি বলেই তাদের দাবি। এ বিষয়ে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রীর দরজায় কড়া নাড়লেও তাদের দাবি পূরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে আজ একত্রে নিয়োগের দাবিতে শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের কিছুক্ষণের জন্য ধস্তাধস্তি হয় বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। আন্দোলনকারীরা জানান, দাবি মানা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যের নির্বাচন ব্যবস্থার মধ্যে আরও কার্যকর সংযোগ তৈরি করা প্রয়োজন।

বৈঠকের আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা "ন্যাশনাল ডিক্লারেশন" গ্রহণ করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে নির্ভুল নির্বাচনী তালিকা প্রস্তুতিই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। ঘোষণাপত্রে আরও বলা হয়, পঞ্চায়েত ও পুরসভার নির্বাচন সংক্রান্ত আইনকে সংসদ ও বিধানসভা নির্বাচনের আইনগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন রাজ্যগুলির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে।

সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনের নতুন প্রকাশনা এ কনফ্লুয়েন্স অফ ডেমোক্রেসিস উন্মোচন করা হয়। এতে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সম্মেলনের কার্যক্রম, বিভিন্ন অধিবেশন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

২৭ বছর পর আয়োজিত এই জাতীয় রাউন্ড টেবিল সম্মেলন প্রযুক্তিগত সমাধান, ইভিএম ব্যবহারের অভিজ্ঞতা এবং নির্বাচনী তালিকা ব্যবস্থাপনায় পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর নতুন পথ খুলে দিয়েছে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

রাজ্যের কৃষকদের জন্য অতিরিক্ত

● প্রথম পাতার পর

আজকের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ বিভাগের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আর্থিক পর্যালোচনা সভায়, যা সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। এই সভায় মোট ১৮টি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরাও উপস্থিত ছিল।

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বলেছেন যে, রাজ্যের আর্থিক শৃঙ্খলা এবং ব্যয়ের ধারা সন্তোষজনক। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় কৃষি উন্নয়ন যোজনা (পিএম-কেভিওয়াই) আড়ম্বরিত প্রকল্পের অধীনে রাজ্য ইতিমধ্যেই ৭৯ শতাংশ তহবিল ব্যয় করেছে এবং কৃষি উৎপাদ যোজনা আড়ম্বরিত প্রকল্পের অধীনে ৬১ শতাংশ ব্যয় হয়েছে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক চাষ প্রকল্পেও ৬১ শতাংশ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

মন্ত্রী জানিয়েছেন যে, রাজ্য সরকার চলতি অর্থবছরে প্রাপ্ত সমস্ত তহবিল ব্যয় করার পরিকল্পনা করছে এবং কৃষকদের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের দাবি করেছে।

তিনি বলেন আমাদের রাজ্য দেশের শীর্ষ ৫টি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে ব্যয়ের ক্ষেত্রে। সভায় তিনি আরও জানান যে, রাজ্য সরকার কৃষি ক্ষেত্রে যান্ত্রিকীকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এই জন্য মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের জন্য আরও ২০ কোটি টাকা অনুমোদনের দাবি জানিয়েছেন।

তিনি উল্লেখ করেন, রাজ্যে ফার্ম আইডি তৈরির কাজ চলছে। যেহেতু রাজ্যের ১,২৫,০০০-এর বেশি উপজাতীয় কৃষক আরওএফআর পাট্টার অধিকারী, তাই তাদের জন্য এই পরিচয়পত্র প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

মন্ত্রী আরও জানান, ত্রিপুরার প্রায় ৫০ শতাংশ জমিতে ধান চাষ হয়।রাজ্যের অধিকাংশ কৃষকের স্বার্থ এবং খাদ্য নিরাপত্তাকে বিবেচনা করে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা মিশন প্রকল্পে ধান চাষের জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানানো হয়েছে। রাজ্যের প্রায় ৯৬ শতাংশ কৃষক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক। তাই আরকেভিওয়াই, এফএনএস, জাতীয় পাম তেল মিশন ইত্যাদির প্রকল্পে বর্তমান ব্যয় মান বৃদ্ধির দাবিও জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী সমস্ত দাবির বৈধতা মেনে নেন এবং জানান যে, এগুলো শীঘ্রই পূরণ করা হবে এবং প্রয়োজনীয় তহবিল অনুমোদন করা হবে। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় সচিব অপূর্ব রায়, অধিকর্তা ড. ফণিভূষণ জমাতিয়া এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা।

পূর্ব দিগন্ত ফিল্ম প্রোডাকশনের ব্যানারে নির্মিত 'পরবাসী' চলচ্চিত্রের ট্রেলার উন্মোচন হয়েছে আজ মঙ্গলবার আগরতলায়।

বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে দুষ্কৃতীদের বাঁধা, মামলা

● প্রথম পাতার পর

বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

জানা গেছে, কয়েকদিন আগে স্ট্রিট লাইট স্থাপন নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে একাধিক পোস্ট করেন বিধায়ক নয়ন সরকার। ওই পোস্টে তিনি সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ তোলেন এবং বিষয়টি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন।

তবে মঙ্গলবার পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়। যাঁদের বিরুদ্ধে বিধায়ক অভিযোগ তুলেছিলেন, তাঁরাই এবার থানায় গিয়ে বিধায়কের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁদের দাবি, স্ট্রিট লাইট বসানো নিয়ে আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। প্রকল্প অনুযায়ী সমস্ত নিয়ম মেনেই কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এলাকাবাসীর সুবিধার্থেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তাঁরা জানান।

এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। এখন পুলিশের তদন্তে শেষ পর্যন্ত কী তথ্য সামনে আসে, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী

● প্রথম পাতার পর

হবে। ভালো কিছু করার লক্ষ্য নিয়ে আধিকারিকগণ দপ্তরগুলিতে কাজ করলে নতুন ত্রিপুরা গড়া অসম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারি চাকরি দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের উপরও রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিয়েছে। এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদে ২০ হাজার ২৪৮ জনকে চাকরি দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। যথাযথ কর্মদক্ষতা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাকে প্রথম স্থান দখল করতে হবে। রাজ্য সরকার রাজ্যকে মৎস্যচাষে স্বনির্ভর করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সেই লক্ষ্যে পরিত্যক্ত জলাশয়গুলি পুনরুদ্ধার, নতুন জলাশয় খনন, বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষের জন্য নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জনজাতি এলাকায় মৎস্যচাষের উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২৩টি জনজাতি এলাকার জন্য ২২ কোটি টাকা অর্থ অনুমোদন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য যোজনায় গত ৫ বছরে রাজ্যে ২৬ হাজারের উপর মৎস্যজীবী উপকৃত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনায় ১৪ হাজারের উপর মৎস্যজীবী নানাভাবে সহায়তা পেয়েছেন। ১ লক্ষ ১০ হাজারের উপর মৎস্যজীবীকে বীমার আওতায় আনা হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৩০ হাজার মৎস্যজীবীকে ১১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা সহায়তা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ৮৯ হাজার মেট্রিকটন মাছ উৎপাদন হচ্ছে। বিগত কয়েক বছরে ৪ শতাংশ মাছের উৎপাদন বেড়েছে। মৎস্য দপ্তর রাজ্যকে মাছ উৎপাদনে স্বনির্ভর করতে নানা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। তিনি বলেন, পরিশ্রম ও সততাই হলো উন্নতির চাবিকাঠি। জনপ্রতিনিধি, আধিকারিক ও মৎস্যচাষিদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করলে এর সুফল আসতে বাধ্য। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৎস্য দপ্তরের সচিব দীপা ডি. নায়ার। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস।

পানীয় জলের দাবিতে

● প্রথম পাতার পর

থেকে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে, যার ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন বিশেষ করে নারী ও প্রবীণরা। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

এদিন কৈলাসহরের শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাও পানীয় জলের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন স্থানীয়রা। উল্লেখ্য, কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনস শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নং ওয়ার্ড এলাকায় বিগত এক সপ্তাহ ধরে পানীয়জলের তীব্র সংকট চললেও স্থানীয় পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের আধিকারিকদের কোনো হেলদোল নেই। এরফলে দপ্তরের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নং ওয়ার্ড এলাকায়।

অবরোধকারীরা জানান যে, এলাকায় কয়েকটি জায়গায় জল সরবরাহের পাইপ ফেঁটে যাওয়ায় বিগত এক সপ্তাহ ধরে পাঁচ নং ওয়ার্ডের পঞ্চাশ থেকে ষাট পরিবার পানীয়জল থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। গ্রামবাসীরা স্থানীয় পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের আধিকারিককে কয়েকবার মৌখিক ভাবে এবং লিখিত ভাবে জানানোর পরও দপ্তরের পক্ষ থেকে পাইপ সারাই করে দেওয়া হয়নি। এলাকায় পাম্প মেশিন থাকার পরও জল সরবরাহের পাইপ নষ্ট না থাকার কারনে গ্রামবাসীরা পানীয়জল থেকে বঞ্চিত রয়েছেন বিগত এক সপ্তাহ ধরে। দপ্তরের পক্ষ থেকে গ্রামে গাড়ি দিয়েও পানীয়জল সরবরাহ করা হয়নি বলেও জানান অবরোধকারীরা। উল্লেখ্য, শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নং ওয়ার্ড এলাকায় অধিকাংশ নাগরিকরাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের।

বর্তমানে পবিত্র রমজান মাস চলছে। সারাদিন না খেয়ে রোজা পালন করছেন। এমতাবস্থায় এলাকার প্রতিটি ঘরে পানীয়জল না থাকায় গ্রামবাসীরা তীব্র উত্তেজিত হয়ে এবং ক্ষুব্ধ হয়ে মঙ্গলবার সকাল দশটা থেকে পাঁচ নং ওয়ার্ডে নুরপুর-হীরাছড়া রাস্তা অবরোধ শুরু করে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। অবরোধের খবর পেয়ে শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তুয়াকুল আলী এবং পঞ্চায়েত সদস্য আরজান আলী অবরোধ স্থলে এসে অবরোধকারীদের সাথে দীর্ঘক্ষন আলোচনা করার পর উনারা জানান যে, আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জল সরবরাহের পাইপ সারাই করে দেওয়া হবে। এই আশ্বাস পাবার পর অবরোধ কারীরা দুপুরে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়। এই অবরোধের ফলে অবরোধের দুপাশে ছোট বড় অনেক গাড়ি আটকে পড়েছিলো। তবে, অবরোধ কারীরা এও জানান যে, যদি আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাইপ সারাই করে পানীয়জল সরবরাহ স্বাভাবিক করে দেওয়া না হয় তাহলে আগামীকাল বৃহৎ পরিসরে অনির্দিষ্টকালের জন্যে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে বলেও হুশিয়ারি দেন।

'কেরালা' থেকে 'কেরালম': রাজ্যের নাম পরিবর্তনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

● প্রথম পাতার পর

২৪ জুন সর্বসম্মতভাবে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে রাজ্যের নাম 'কেরালা' থেকে 'কেরালম' করার আহ্বান জানায়।

প্রস্তাবে বলা হয়, "আমাদের রাজ্যের নাম মালয়ালম ভাষায় 'কেরালম'। ১ নভেম্বর ১৯৫৬ সালে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির গঠন হয়। ১ নভেম্বরই কেরালা পিরাভি দিবস পালন করা হয়। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকেই মালয়ালমভাষী মানুষের জন্য 'ঐক্যবদ্ধ কেরালা' গঠনের দাবি জোরালো ছিল। কিন্তু সংবিধানের প্রথম তফসিলে রাজ্যের নাম 'কেরালা' হিসেবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই বিধানসভা সংবিধানের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাম পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্রকে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানাচ্ছে।"

এরপর কেরালা সরকার সংবিধানের প্রথম তফসিল সংশোধন করে 'কেরালা'-র পরিবর্তে 'কেরালম' নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানায়।

সংবিধানের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কোনও রাজ্যের নাম পরিবর্তন করতে পারে। তবে এ ধরনের বিল সংসদের কোনও কক্ষে উত্থাপনের আগে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ আবশ্যক এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানসভায় মতামতের জন্য বিলটি পাঠাতে হয়। বিষয়টি ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পর্যালোচনা করে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহেরর অনুমোদনের পর খসড়া নোট আইন ও বিচার মন্ত্রকের আইন বিষয়ক বিভাগ এবং আইন প্রণয়ন বিভাগে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। উভয় বিভাগই রাজ্যের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে। সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে সংসদে কেরালা (নাম পরিবর্তন) বিল, ২০২৬ উত্থাপিত হবে এবং আইন পাশ হলে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যের নাম 'কেরালম' হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।

ঝাড়খণ্ড এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দুর্ঘটনা

● প্রথম পাতার পর

এয়ারওয়েজ পরিচালিত একটি মেডিক্যাল চার্টার ফ্লাইট ছিল। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, রাঁচি থেকে সন্ধ্যা ৭টা ৭ মিনিটে বিমানটি উড্ডয়ন করে এবং ৭টা ১১ মিনিটে আকাশে ওঠে। কলকাতা এয়ার ট্রাফিক কন্টোলের সঙ্গে যোগাযোগের কিছুক্ষণের মধ্যেই রাত প্রায় ৭টা ৩৪ মিনিটে রাডার ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বারাণসীর দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ১০০ নটিক্যাল মাইল দূরে এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় বলে জানা গেছে। উত্তর-পশ্চিম ঝাড়খণ্ডের পালামুর কাছে এই ঘটনা ঘটে বলে সূত্রের দাবি। রাত ১০টায় দিল্লিতে অবতরণের কথা ছিল বিমানের।

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরই জরুরি তৎপরতা শুরু হয়। স্থানীয় পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ঘন জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান চালায়। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা হয় এবং সাতজনের দেহ উদ্ধার করা হয়। বিমান নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে আনসারি বলেন, ভারত সরকার কী করছে? আহমেদাবাদ, বারামতি এবং এখন এই ঘটনা, এর জন্য কে দায়ী? আমাদের এখানে উন্নত হাসপাতাল নেই বলেই রোগীদের বাইরে যেতে হয়। আমাদের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহায়তা দেওয়া হবে এবং যাঁরা দায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মন্ত্রী আরও বলেন, উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামোর অভাবে রাজ্যের বহু রোগীকে বাইরে চিকিৎসা নিতে যেতে হয়, ফলে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। বিমান চলাচল বিশেষজ্ঞরা রাডার ডেটা ও ফ্লাইট রেকর্ডসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিগত দিক খতিয়ে দেখবেন। বিস্তারিত রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে।

ঝাড়খন্ডে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স

● প্রথম পাতার পর

স্ত্রী ও এক আত্মীয়ও তাঁর সঙ্গে বিমানে ছিলেন। দুর্ঘটনায় তাঁরাও প্রাণ হারান।

সঞ্জয়ের বড় ভাই বিজয় বলেন, ওর শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে দিল্লি নিয়ে যাচ্ছিলাম। স্ত্রী ও আমাদের এক আত্মীয়ও সঙ্গে ছিলেন।

সঞ্জয়ের কাকাও জানান, আগুনে পুড়ে সে রাঁচির একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিল। উন্নতি না হওয়ায় দিল্লি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সন্ধ্যা ৭টার দিকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স বুক করা হয়। কীভাবে এমন দুর্ঘটনা ঘটল, বুঝতে পারছি না।

বিমানে থাকা ডা. বিকাশ কুমার গুপ্তার মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর কাকা বজরঙ্গী প্রসাদ বলেন, বিকাশ এমবিবিএস শেষ করে বাবাকে সাহায্য করত। বলত, 'কাকা, এখন একটু বিশ্রাম নিন।' আজ সে-ই চলে গেল। আমরা এখন পথে বসেছি। সরকারের কাছে আমাদের ন্যায্য দাবি রয়েছে।

সদর হাসপাতালের সুপারিন্টেনডেন্ট পঙ্কজ কুমার জানান, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে পৌঁছে দেখি, বিমানে থাকা সকলেই মৃত। মৃতদের পরিচয় নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া চলছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দুর্ঘটনার সময় বিকট বিস্ফোরণের মতো শব্দ শোনা যায়। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, হঠাৎ বিকট শব্দে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি। পরে গিয়ে দেখি বিমানটি ভেঙে পড়েছে।

আরেকজন জানান, প্রথমে কিছু দেখা যায়নি। পরে জঙ্গলের দিকে গিয়ে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাই এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনকে খবর দিই।

উড়ান সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী, বিমানটি সন্ধ্যা ৭টা ৭ মিনিটে রাঁচি থেকে উড্ডয়ন করে এবং ৭টা ১১ মিনিটে আকাশে ওঠে। কলকাতা এয়ার ট্রাফিক কন্টোলের সঙ্গে যোগাযোগের পর রাত প্রায় ৭টা ৩৪ মিনিটে রাডার ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বারাণসীর দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ১০০ নটিক্যাল মাইল দূরে এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় বলে জানা গেছে। উত্তর-পশ্চিম ঝাড়খণ্ডের পালামুর কাছেই এই ঘটনা ঘটে।

দিল্লিতে রাত ১০টায় অবতরণের কথা ছিল বিমানের। দুর্ঘটনার কারণ জানতে প্রশাসন তদন্ত শুরু করেছে। বিস্তারিত তথ্যের অপেক্ষা করা হচ্ছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 25-02-2026, 01:34

াঙ্গন

স্টেট গেমস অ্যাথলেটিক্সে পশ্চিম জেলার জয়জয়কার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রথম ত্রিপুরা স্টেট গেমসে অ্যাথলেটিক্স ইভেন্টে পশ্চিম জেলা প্রত্যাশিত সাফল্য পেয়েছে। পুরুষদের ১৫০০ মিটার দৌড়ে গোমতি জেলার সৌরভ হোসেন, পশ্চিম জেলার তনয় ভৌমিক, নিশান্ত মজুমদার; মহিলাদের ১৫০০ মিটার দৌড়ে সিপাহীজলার লক্ষ্মী রানী ত্রিপুরা, ঊনকোটির মাম্পি দে, ধলাইয়ের সুনিতা চাকমা; পুরুষদের ৫ হাজার মিটার দৌড়ে পশ্চিম জেলার তনয় ভৌমিক, আকাশ বর্মন, সিপাহীজলার নীলকান্ত দেবনাথ; মহিলাদের ৩০০০ মিটার দৌড়ে সিপাহীজলার লক্ষী রানী ত্রিপুরা, ঊনকোটির মাম্পি দে, নিশা মালাকার; পুরুষদের শট পুট-এ পশ্চিম ত্রিপুরার পলাশ শীল, বিকাশ দেববর্মা, দক্ষিণ জেলার সুজিত দেবনাথ; মহিলাদের ৪০০ মিটার দৌড়ে সিপাহীজলার ঝর্না বালা দেবনাথ, ঊনকোটির অনাদ্রিতা চৌধুরী, গোমতী জেলার সুইটি দেবনাথ; মহিলাদের শট পুট-এ সিপাহীজলার মমিতা দাস, গোমতী জেলার কবিতা দাস, পশ্চিম জেলার দেবী দেবনাথ; পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড়ে পশ্চিম জেলার শুভংকর দাস, প্রশান্ত রুদ্র পাল, সিপাহীজলা জেলার তুষার রায়; মহিলাদের হাই জাম্পে পশ্চিম জেলার মৌসুমী দেব, দক্ষিণ জেলার পায়েল ত্রিপুরা, পশ্চিম জেলার অপ্সরা সাহা, পুরুষদের হাই জাম্পে পশ্চিম জেলার জিশান ঘোষ, আব্দুল ওয়াহিদ খান, সিপাহীজলা জেলার তুষার রায়; মহিলাদের ৮০০ মিটার দৌড়ে সিপাহীজলার লক্ষ্মী রানী ত্রিপুরা, ধলাইয়ের সুনিতা চাকমা, ঊনকোটির অনাদ্রিতা চৌধুরী; পুরুষদের ৮০০ মিটার দৌড়ে পশ্চিম জেলার তনয় ভৌমিক, অনিমেষ দে, সিপাহীজলা জেলার শান্ত দেবনাথ; পুরুষদের ডিসকাস থ্রো-তে দক্ষিণ জেলার সুজিত দেবনাথ, পশ্চিম জেলার বিকাশ দেববর্মা, ধলাই জেলার দেবাশীষ মজুমদার; মহিলাদের ডিসকাস থ্রো-তে সিপাহীজলা জেলার মমিতা দাস, পশ্চিম জেলার দেবী দেবনাথ, সিপাহীজলা জেলার আফসানা আক্তার; পুরুষদের ৪০০ মিটার দৌড়ে পশ্চিম জেলার দ্বীপ দাস, অনিকেত শীল, উত্তর ত্রিপুরা জেলার অর্ঘ্যজিৎ নাথ; মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ে সিপাহীজলা জেলার ঝর্না বালা দেবনাথ, পশ্চিম জেলার রিয়া দেবনাথ, গোমতী জেলার অনামিকা পাল; পুরুষদের তিন হাজার মিটার স্টিপলচেজে গোমতী জেলার সৌরভ হোসেন, পশ্চিম জেলার তনয় ভৌমিক, আকাশ বর্মন; পুরুষদের ৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে পশ্চিম জেলা দল শুভঙ্কর দাস, প্রশান্ত রুদ্র পাল, রাহুল সাহা, দ্বীপ দাস, উত্তর ত্রিপুরা জেলা দল আব্দুল রব, দ্বীপ পাল, ইমরান হোসেন রাজীব দাস, খোয়াই জেলা দল রিপন দাস, স্নেহাশীষ দেবনাথ, সুব্রত দাস, সাকিম হোসেন; মহিলাদের ৪০০ মিটার রিলেতে পশ্চিম জেলা দল রিয়া দেবনাথ, জয়শ্রী দাস, সয়নিকা দাস, মৌসুমী দেব, গোমতী জেলা দল অনামিকা পাল, সুইটি দেবনাথ, নীতু সূত্রধর, কবিতা দাস, সিপাইজলা জেলা দল লক্ষ্মী রানী ত্রিপুরা, ঝর্ণা বালা দেবনাথ, স্নেহা রায়, রিমা দাস; পুরুষদের ১০ হাজার মিটার দৌড়ে পশ্চিম জেলার আকাশ বর্মন, নিশান্ত মজুমদার, সিপাহীজলা জেলার আলিপ মিয়া; মহিলাদের ৫০০০ মিটার দৌড়ে ঊনকোটি জেলার মাম্পি দে, নিশা মালাকার, গোমতী জেলার আশা সরকার; মহিলাদের জ্যাভলিন থ্রো-তে গোমতী জেলার কবিতা দাস, দক্ষিণ জেলার পায়েল ত্রিপুরা, সিপাহীজলা জেলার আফসানা আক্তার; পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো-তে গোমতী জেলার প্রশান্ত গোস্বামী, ধলাই জেলার দেবাশীষ মজুমদার, রোহিত ত্রিপুরা; পুরুষদের ১১০ মিটার হার্ডেলস দৌড়ে ধলাইয়ের হরি মোহন ত্রিপুরা, খোয়াইয়ের রিপন দাস, পশ্চিম জেলার রত্নদ্বীপ ভৌমিক; মহিলাদের ২০০ মিটার দৌড়ে সিপাহীজলা জেলার ঝর্ণা বালা দেবনাথ, গোমতী জেলার অনামিকা পাল, পশ্চিম জেলার রিয়া দেবনাথ; পুরুষদের ৪ গুণ ৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে পশ্চিম জেলা দল প্রশান্ত রুদ্র পাল, শুভঙ্কর দেবনাথ, অনিকেত শীল, দ্বীপ দাস, উত্তর জেলা দল অনীক বর্ধন, অর্ঘ্যজীৎ নাথ, আব্দুল রব, জয় চন্দ, সিপাহীজলা জেলা দল আলিপ মিয়া, শরীফ আহমেদ, নীলকান্ত দেবনাথ, শান্ত দেবনাথ; মহিলাদের ৪ গুণ ৪০০ মিটার রিলেতে সিপাইজলা জেলা দল ঝর্ণা বালা দেবনাথ, লক্ষ্মী রানী ত্রিপুরা, মামনি পাল, পাপিয়া পাল, গোমতী জেলা দল সুইটি দেবনাথ, প্রিয়া বেগম, নিতু সূত্রধর, সংগীতা দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা দল অপ্সরা সাহা, জয়ন্তী রায়, সায়নিকা দাস, মৌসুমী দেব; পুরুষদের ২০০ মিটার দৌড়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার শুভঙ্কর দাস, রাহুল সাহা, দক্ষিণ জেলার রাহুল সরকার যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন।

অক্ষরকে বসিয়ে ওয়াশিংটন কেন? ব্যাখ্যা দিলেন ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ

সহ-অধিনায়ক অক্ষর পটেলকে বসিয়ে রেখে অহমদাবাদের পিচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলানো হয়েছে ওয়াশিংটন সুন্দর। ভারতীয় দলের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে রবিবার। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একাংশও বিস্মিত হয়েছেন গৌতম গম্ভীর, সূর্যকুমার যাদবদের এই সিদ্ধান্তে। কেন ওয়াশিংটনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, তার ব্যাখ্যা অক্ষরকে দিয়েছেন কোচ এবং অধিনায়ক। কী সেই কারণ, সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক।

এডেন মার্করামদের কাছে সূর্যেরা ৭৬ রানে হারায় প্রথম একাদশ নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ওয়াশিংটনকে খেলানো নিয়ে কোটাক বলেছেন, "গম্ভীর এবং সূর্য দু'জনেই অক্ষরের সঙ্গে কথা বলেছিল ম্যাচের আগে। এটা বলার প্রয়োজন হয় না। এটাই পদ্ধতি। আমাদের মনে হয়েছিল দলে এক জন অফ স্পিনার থাকলে ভাল হবে। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার উপরের দিকের ব্যাটারদের তিন জন বাঁ হাতি।" কোটাক আরও বলেছেন, "পাওয়ার প্লেতে ওয়াশিংটনকে দিয়ে বল করানোর পরিকল্পনা ছিল। তবে আমরা শুরুতেই কয়েকটা উইকেট পেয়ে যাওয়ায় তার প্রয়োজন হয়নি।"

কী ভাবে ভারতের প্রথম একাদশ বেছে নেওয়া হয়? কোটাক বলেছেন, "আমরা ম্যাচ হিসাবে দল নির্বাচন করি। মাঠ, প্রতিপক্ষ বিচার করা হয়। সেই মতো প্রথম একাদশ বেছে নেওয়া হয়। অক্ষর অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ক্রিকেটার। ও অনেক ম্যাচে ভাল পারফর্ম করেছে। ওর দক্ষতা নিয়ে আমাদের কোনও সংশয় নেই। তা-ও ওকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে না খেলানোর কারণ কোচ এবং অধিনায়ক ব্যাখ্যা করেছে। ওর কাছেও বিষয়টা পরিষ্কার। আমরা জানি আমরা কী করতে চাই।"

ওপেনিং জুটি বিশ্বকাপে ভাল ফল করতে পারেনি একটি ম্যাচেও। তা হলে কেন সঞ্জু স্যামসনকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না? এ নিয়ে ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ বলেছেন, "শেষ কয়েকটা ম্যাচে সঞ্জু ভাল রান পায়নি। ওর আত্মবিশ্বাস একটু কম থাকতে পারে। তাই আমরা ওকে খেলানোর কথা ভাবিনি। আমরা ফর্মে থাকা ঈশান কিশনকে বেছে নিয়েছিলাম। তবে সঞ্জু নিশ্চিত ভাবে আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে।" তিনি আরও বলেছেন, "এখন হয়তো আমাদের পরিবর্তনের কথা ভাবতে হবে। যেখানে মনে হবে, সেখানে প্রয়োজন করা হবে। তবে হ্যাঁ, কয়েকটা জায়গা নিয়ে হয়তো ভাবতেই হবে। শুধু পরিবর্তন করলেই হয় না। সেই পরিবর্তন কতটা কার্যকর হতে পারে, সেটাও ভাবতে হয় আমাদের।"

সুপার এইটের প্রথম ম্যাচেই দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারায় দল কি চাপে পড়ে গেল না? কোটাক বলেছেন, "চাপ সব সময় থাকে। বিশেষ করে ভারতের মাটিতে যে কোনও ম্যাচেই চাপ থাকে। চাপটা খুব স্বাভাবিক। কোনও ব্যাটার বা বোলার যতই পেশাদার হোক, খেলতে নামলে চাপটা বুঝতে পারে। ব্যাটারেরা বেশি চাপে থাকে। কারণ ক্রিকেট এক বলের খেলা। বোলারদের কাজটা তুলনায় সহজ। দু'একটা বল খারাপ হলেও পরে ভাল বল করে ফিরে আসার সুযোগ থাকে।"

চাপ নিয়ে কোটাক আরও বলেছেন, "আমরা যে পরিমাণ ক্রিকেট খেলি, তাতে চাপ নিয়েই খেলতে হয়। সকলেই চাপে থাকে। চাপা উত্তেজনা থাকে। এই পর্যায়ে খেলতে এসে যদি এক জন ক্রিকেটার চাপ নিতে না পারে, তা হলে আর কোথায় নেবে? চাপ নিয়েই খেলতে হয়। আমাদের হাতে আরও দু'টো ম্যাচ তো রয়েছে। আমরা জানি আমাদের কী করতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের দিনটা খারাপ ছিল। মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী? আমরা ভাল খেলতে পারিনি। তা-ও আমাদের সামনের দিকে তাকাতে হবে।"

পরের দুই ম্যাচে লক্ষ্য কী? কোটাক বলেছেন, "খুব সাধারণ। আমরা জয়ের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামব। দু'টো ম্যাচই জিততে হবে। এ ছাড়া কোনও বিকল্প আমাদের সামনে নেই। এই টুকু চাপ তো নিতেই হয়।" ভারতের পরের ম্যাচ আগামী বৃহস্পতিবার। চেন্নাইয়ের ২২ গজে সূর্যদের প্রতিপক্ষ জিম্বাবোয়ে।

রাজ্য গেমসে ওয়েট লিফটিংয়ে সিপাহীজলা, দক্ষিণ জেলার সাফল্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত তিন দিনব্যাপী প্রথম ত্রিপুরা স্টেট গেমসে ওয়েট লিফটিংয়ে দারুন লড়াই অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুরুষদের ৬০ কেজি বিভাগে সিপাহীজলা জেলার রবিজিৎ নমঃ, উত্তর জেলার ভানলাল দত্ত কাইপেঙ, সিপাহীজলা জেলার অলক সরকার; ৬৫ কেজি বিভাগে সিপাহীজলা জেলার অভয় সাহা, উত্তর জেলার নির্ময় দাস, পশ্চিম জেলার দীপ্তনু রায় চৌধুরী; ৭১ কেজি বিভাগে পশ্চিম জেলার সায়ন রায়, উত্তর জেলার সুশান্ত সিনহা, গোমতী জেলার প্রীতম বর্মন; ৭৯ কেজি বিভাগে উত্তর জেলার অমিত কুমার সিনহা, গোমতী জেলার রাম পাল, সিপাহীজলা জেলার আদিত্য দাস; মহিলাদের ৪৮ কেজি বিভাগে পশ্চিম জেলার সিমরানা আক্তার, দক্ষিণ জেলার সংগীতা চৌধুরী, উত্তর জেলার সুমিত্রা বাসপার; ৫৩ কেজি বিভাগে দক্ষিণ জেলার পূর্ণিমা সরকার, সিপাহীজলা জেলার রাঙ্গা দেবী দেববর্মা, পশ্চিম জেলার বৃষ্টি উড়িয়া; ৫৮ কেজি বিভাগে পশ্চিম জেলার গীতা রানী রিয়াং, দক্ষিণ জেলার মানই মগ, উত্তর জেলার অনুশ্রী চন্দ; ৬৩ কেজি বিভাগে উত্তর জেলার জ্যোতি সিংহ, দক্ষিণ জেলার শিখা মল্লিক, সোমা মগ; ৬৯ কেজি বিভাগে পশ্চিম জেলার দিবা রানী দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলার বিনীতা দে, উত্তর জেলার অর্চনা দাস; ৬৯ কেজির ততোর্ধ বিভাগে পশ্চিম জেলার তনুশ্রী পাল, উত্তর জেলার প্রিয়া দেবনাথ, সিপাহীজলা জেলার অর্পিতা দাস যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন।

ফুটবলে উত্তর জেলা ও গোমতী চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্টেট গেমস আসরে ফুটবল ইভেন্টে জমজমাট ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুরুষ বিভাগের ফাইনাল ম্যাচে উত্তর ত্রিপুরা জেলা দল প্রশান্ত রিয়াং-এর জয় সূচক গোলে ধলাই জেলা দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মহিলা বিভাগের ফাইনাল ম্যাচে গোমতী জেলা দল ৪-২ গোলের ব্যবধানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। বিজয়ী দলের পক্ষে রুপা জমাতিয়া, মেটা জমাতিয়া, রেশমি কলৈই ও জয়া দেববর্মা প্রত্যেকে একটি করে গোল করেন। অপরদিকে পশ্চিম জেলা দলের পক্ষে ইরোজা জমাতিয়া ও শ্রেয়া দেব দুটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে আনে।

ইডেনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল অনিশ্চিত, কী কারণে কলকাতা থেকে সরতে পারে ম্যাচ, জানিয়ে দিল আইসিসি

প্রথমে ঠিক ছিল, পাকিস্তান প্রথম সেমিফাইনালে খেললে তা ইডেনে হবে না। তবে পাকিস্তান যদি সেমিফাইনালে না ওঠে তা হলে সেই ম্যাচ হবে কলকাতায়। কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মাঝেই প্রতিযোগিতার সূচিতে বদলের ইঙ্গিত দিয়েছে আইসিসি। পাকিস্তান না খেললেও ইডেন থেকে প্রথম সেমিফাইনাল সরে যেতে পারে।

'ইএসপিএন ক্রিকইনফো' জানিয়েছে, আইসিসি সম্প্রচারকারী সংস্থাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। সেখানে লেখা, প্রথম সেমিফাইনালের মাঠ নির্দিষ্ট নয়। তা নির্ভর করছে দু'টি দলের উপর। চিঠিতে লেখা, "প্রথম সেমিফাইনাল কলম্বো বা কলকাতার মধ্যে কোথাও একটা হবে। প্রথমে ঠিক ছিল পাকিস্তান যদি সেমিফাইনালে ওঠে তা হলে সেটি হবে কলম্বোতে। পাকিস্তান না উঠলে হবে কলকাতায়। কিন্তু যদি পাকিস্তানের পরিবর্তে শ্রীলঙ্কা সেমিফাইনালে ওঠে এবং তারা ভারত ছাড়া অন্য কোনও দলের মুখোমুখি হয়, তা হলেও প্রথম সেমিফাইনাল ইডেনের বদলে কলম্বোতে হবে।"এই বার্তা থেকে পরিষ্কার, আগে যেমন শুধু পাকিস্তান উঠলে সেমিফাইনাল ইডেন থেকে সরে যেত, এখন আর সেই শর্ত থাকছে না। এ বার যোগ হয়েছে শ্রীলঙ্কাও। অর্থাৎ, পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কার মধ্যে যে কোনও একটি দল উঠলেই খেলা ইডেন থেকে সরে যেতে পারে। তবে শ্রীলঙ্কা ভারতের মুখোমুখি না হলে তবেই সেটা হবে। আর যদি শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনও দলই সেমিফাইনালে না ওঠে তা হলে প্রথম সেমিফাইনাল ইডেনেই হবে।টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান যে তাদের সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় খেলবে, তা আগে থেকেই ঠিক ছিল। ফলে সেমিফাইনাল ও ফাইনালের জন্য দু'টি করে মাঠ ঠিক করা আছে। কিন্তু শ্রীলঙ্কা এই প্রতিযোগিতার সহ-আয়োজক। তাই তারা সেমিফাইনালে উঠলে শ্রীলঙ্কার সমর্থকদের আনন্দ দিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। তবে ফাইনালে শ্রীলঙ্কা উঠলেও ম্যাচ কলম্বোয় হবে কি না, সেই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত এখনও আইসিসি জানায়নি।ভারত সেমিফাইনালে উঠলে কোন মাঠে খেলবে তা-ও নির্দিষ্ট নয়। যদি সূর্যকুমার যাদবেরা সেমিফাইনালে পাকিস্তানের মুখোমুখি হয় তা হলে তাঁদের কলম্বোতে খেলতে হবে। পাকিস্তান বাদে ভারত অন্য যে কোনও দলের মুখোমুখি হলে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলবেন সূর্যেরা। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে হবে সেই খেলা। আর যদি ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে কোনও দলই সেমিফাইনালে না ওঠে তা হলে প্রথম সেমিফাইনাল কলকাতায় ও দ্বিতীয় সেমিফাইনাল মুম্বইয়ে হবে। সে ক্ষেত্রে একটি গ্রুপের এক নম্বর দল অপর গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে থাকা দলের বিরুদ্ধে খেলবে।

বক্সিং ও জুডো আসরে অংশ নিয়ে খেলোয়াড়রা দারুন খুশি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দীর্ঘ বছর পর এ ধরনের আয়োজনে খেলোয়াররা দারুন খুশি। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রথম বারের মতো ত্রিপুরা স্টেট গেমসে সারা রাজ্য থেকে বক্সার এবং জুডোকারা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে দারুন সাফল্য পেয়েছে। বক্সিং আসরে অনূর্ধ ১৫ বালক বিভাগে ঊনকোটি জেলার সোয়েল গৌড়, ধলাই জেলার অভ্রাংশ মজুমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মৈনাক সাহা; বালিকা বিভাগে গোমতী জেলার মৌলি সেন, সিপাহীজলা জেলার স্নেহা শীল, অর্পিতা মল্লিক; অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগে পশ্চিম জেলার বেনিসন টি, ধলাই জেলার কৃপেশ সিনহা, সিপাহীজলা জেলার বিশাল রবিদাস; বালিকা বিভাগে গোমতী জেলার সুলগ্না পোদ্দার, সিপাহীজলা জেলার রিয়া হাজারী, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পূজা দাস; এলিট মহিলা বিভাগে সিপাহীজলা জেলার মন্দিরা চক্রবর্তী, উত্তর ত্রিপুরা জেলার শিলা দেবনাথ, পূজা নাথ; এলিট পুরুষ বিভাগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার নবজিৎ ঘোষ, সুরজ ঘোষ, ঊনকোটি জেলার দীপ্তনু সরকার যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন।জুডো প্রতিযোগিতায় মহিলাদের অনূর্ধ ৪৪ কেজি বিভাগে সিপাহীজলা জেলার ঝুমা আক্তার, উত্তর ত্রিপুরা জেলার মনিকা চাকমা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার যুথিকা মগ; অনূর্ধ ৪৮ কেজি বিভাগে সিপাহীজলা জেলার প্রিয়াঙ্কা সাহা, ধলাই জেলার জিসা চাকমা, উত্তর ত্রিপুরা জেলার সুস্মিতা নাথ; অনূর্ধ ৫২ কেজি বিভাগে সিপাহীজলা জেলার পপি ভৌমিক, দক্ষিণ জেলার ক্রায়ানফ্রু মগ, উত্তর জেলার রশ্মি চাকমা; ৬৩ কেজি ততোর্ধ বিভাগে ধলাই জেলার হেমা দেবী চাকমা, খোয়াই জেলার দীপা নমঃশূদ্র, উত্তর জেলার দেবস্মিতা বৈদ্য; পুরুষদের অনূর্ধ ৫৫ কেজি বিভাগে ঊনকোটি জেলার প্রাধান্য ত্রিপুরা, দক্ষিণ জেলার অমিত মগ, সিপাহী জলা জেলার সমর দেববর্মা; অনূর্ধ ৬০ কেজি বিভাগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার রিক্সন দেববর্মা, সিপাহী জলা জেলার ইমন দেববর্মা, গোমতি জেলার রুবেল ত্রিপুরা ; ৮১ কেজি ততোর্ধ বিভাগে পশ্চিম জেলার কিশোর মজুমদার, উত্তর জেলার গোকুল শর্মা, দক্ষিণ জেলার সাগরদ্বীপ নন্দী যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন।

স্টেট গেমসে টেবিল টেনিস ও টেনিসে পশ্চিম জেলা সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টেনিস হোক আর টেবিল টেনিস, দুটি ইভেন্টেই পশ্চিম জেলার প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। স্টেট গেমস আসরে টেবিল টেনিস ইভেন্টে পুরুষদের সিঙ্গেলস-এ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জিসান চৌধুরী ও দীপ্তনু বর্মন; ডাবলস-এ জিসান চৌধুরী ও দ্বীপ দেব জুটি এবং দ্বীপ্তনু বর্ধন ও অভিজিৎ দেব জুটি; মহিলাদের সিঙ্গেলস-এ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার শ্রেয়সী চক্রবর্তী ও গোমতী জেলার তুপসি রায়; ডাবলস-এ শ্রেয়সী চক্রবর্তী ও সিন্ধুজা দে জুটি এবং গোমতী জেলার তুপসি রায় ও সৌম্যশ্রী দত্ত জুটি যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ হয়ে, স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক জিতে নিয়েছেন।টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গেলস-এ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অবিনাশ সাহা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অমিত রিয়াং এবং ডাবলস-এ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অবিনাশ সাহা ও বিকি দেববর্মা জুটি এবং খোয়াই জেলার শুভাশিস দেববর্মা ও হরিহর দেববর্মা জুটি; মহিলাদের সিঙ্গেলস-এ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ঋত্বিকা দাস ও অভিষিক্তা চৌধুরী যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ হয়ে, স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পেয়েছেন।

শেষ ভারতের বিশ্বকাপ স্বপ্ন? হেটমায়ারদের দাপটে আরও কঠিন হল সেমির অঙ্ক

শিমরন হেটমায়ার কিংবা রভম্যান পাওয়েলদের অতিকায় ছক্কাগুলো গিয়ে গ্যালারিতে পড়ছে, বারবার ক্যামেরায় চিন্তিত মুখগুলো ধরা পড়ছে। সোমবারের ওয়াংখেড়েতে তেমন জিম্বাবোয়ে সমর্থক চোখে পড়েনি। বরং মাঠ ভরিয়েছিলেন ভারতীয় সমর্থকরাই। আর তাঁরা মাঠ ছাড়লেন কপালে একরাশ চিন্তার ভাঁজ নিয়ে। কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজের দাপুটে জয়ে সমস্যা বাড়ল টিম ইন্ডিয়ার।

আহমেদাবাদে হারের পর সূর্যকুমার যাদবরা খাদের কিনারায়, সেটা আর নতুন কোনও তথ্য নয়। শুধু হার নয়, সূর্যরা রান রেটের এমন বারোটা বাজিয়ে রেখেছেন, সেটা আরও বেশি চিন্তার। জিম্বাবোয়ে এবারের বিশ্বকাপে একের পর এক অঘটন ঘটিয়েছে। ভারতীয় সমর্থকরা আশা করছিলেন যদি ওয়াংখেড়েতে সেরকম কিছু হয়। তাহলে ভারত কিছুটা অক্সিজেন পাবে। আর যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজ জেতেও, তাহলে যেন বিশাল ব্যবধানে না জেতে।

কিন্তু এর মধ্যে কোনওটাই হয়নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ শুধু ১০৭ রানে জিতেল না, জিতল রান রেট অনেক বাড়িয়ে। এদিনের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান রেট ৫.৩৫। দক্ষিণ আফ্রিকার ৩.৮। আর ভারতের -৩.৮। যার ফলে সূর্যদের কাজ আরও অনেক কঠিন হয়ে গেল। ভারতের সেমিফাইনালে যাওয়া এখন হাজারো অঙ্কের উপর দাঁড়িয়ে গেল। দক্ষিণ আফ্রিকা যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে দেয়, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু উল্টোটা হলেই সমস্যা বাড়বে। তখন রান রেট বিচার্য হয়ে যেতে পারে। আর এখানেই ভারত অনেক পিছিয়ে। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জিততেই হবে ভারতকে।বিরাট ব্যবধানে হারের ধাক্কা কীভাবে সামলাতে হবে? শেষ চার নিশ্চিত করতে কোন অঙ্ক মাথায় রাখতে হবে? এমন নানা সমীকরণ ঘোরাফেরা করছে ভারতীয় শিবিরে। বিশ্বকাপের পয়েন্ট টেবিলের যা পরিস্থিতি, তাহলে পরের ম্যাচ দু'টো ভারতকে জিততেই হবে। শুধু জিতলে হবে না, গ্রুপে থাকা বাকি দল অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং জিম্বাবোয়ের পারফরম্যান্সের দিকেও নজর রাখতে হবে। ভারত একটা বিষয়ে প্রার্থনা করবে, তা হল দক্ষিণ আফ্রিকার জয়। বাকি থাকা দুই ম্যাচে যদি দক্ষিণ আফ্রিকা জেতে এবং ভারতও জেতে, তাহলে গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে সেমিতে যাবেন সূর্যরা। তবে ভারতের একটা সুবিধা থাকছে, সুপার এইটে সকলের শেষ ম্যাচে নামছে তারা। যাবতীয় অঙ্ক, পরিসংখ্যান মাথায় নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত।

বল ছাড়লেও ছয়, বিশ্বকাপের মাঝেই আজব শট 'আবিষ্কার' তরুণ ব্যাটারের

কেউ মারেন স্কুপ, কেউ মারেন পুল। ছক্কা হাঁকানোর নিত্যনতুন আবিষ্কার হচ্ছে ক্রিকেট দুনিয়ায়। তবে ব্যাটে বল যাতে না লাগে, সেই চেষ্টা করেও ছয়! এরকম আবার হয় নাকি? হ্যাঁ, সেই কাণ্ডই ঘটালেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটার স্যাম ফ্যানিং। যা দেখে নেটদুনিয়ার চোখ কপালে উঠছে। অনেকে আবার চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও বিভিন্ন দেশের ব্যাটারদের থেকে এরকম ছয় দেখতে চাইছেন।

ব্যাপারটা ঠিক কী? অস্ট্রেলিয়ায় এই মুহূর্তে ঘরোয়া লিগ চলছে। সম্প্রতি সেখানে মুখোমুখি হয়েছিল ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ও ভিক্টোরিয়া। পারথে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ২৩০ রান তাড়া করতে নেমেছিল। প্রথম ওভারেই ক্যামেরন ম্যাকক্লারের বলের মুখোমুখি হন ফ্যানিং। শরীরের একটু বাইরে আসা শর্ট ডেলিভারিটা খেলার কোনও ইচ্ছাই ছিল না ফ্যানিংয়ের। বলটা ছেড়েও দেন তিনি।কিন্তু তিনি বল ছাড়লেও, বল তাঁর ব্যাটকে ছাড়েনি। ব্যাটের পিছন দিকে লেগে বল উইকেটকিপারের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে চলে যায়। একেবারে ছক্কা! এরকম ছয় কি কেউ কখনও দেখেছে? ভেবে মরছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে। অনেকে মজা করে বলছেন, এরকম অভিনব শট খেলতে পারলে অস্ট্রেলিয়া হয়তো বিশ্বকাপের বাইরে চলে যেত না।৩১ রানের ইনিংস ওই একটাই ছয় মারেন ফ্যানিং। তবে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার জিততে অসুবিধা হয়নি। ২ উইকেট হাতে নিয়েই ম্যাচ পকেটে ভরে তারা। তবে একদিনের কাপে ছয় ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে জিতেছে তারা, হেরেছে তিনটে। ফাইনালে উঠতে পারেনি।

অভিষেককে ফর্মে ফেরাতে টিম বাসেই 'গম্ভীর' পরামর্শ কোচ গৌতমের, কী কথা হল?

টানা তিন ম্যাচে শূন্য। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খাতা খুললেও বড় রানের দেখা পাননি অভিষেক শর্মা। সুপার এইটের ম্যাচে ভারতও মুখ থুবড়ে পড়েছে। ভারতকে জয়ে ফিরতে হলে যে অভিষেকের ব্যাট চলতে হবে, তা ভালোমতোই জানেন কোচ গৌতম গম্ভীর। তাই টিমবাসেই চলল শলাপরামর্শ। বেশ গম্ভীর মুখেই বাধ্য ছাত্রের মতো কোচের কথা শুনলেন অভিষেক। সুপার এইটের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৫ রানে আউট হন অভিষেক। তবে একেবারেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। কোথায়-কখন বল চালাবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। বিশেষ করে অফ স্টাম্পের বল পড়লেই দিক হারাচ্ছেন। জানসেন গতির হেরফের করতেই আউট হন। যেহেতু ভারতের দুই ওপেনারই বাঁহাতি, তাই শুরুতেই বিপক্ষ দল অফস্পিনারকে নিয়ে আসছে। তার ফাঁদে পা দিয়ে কখনও অভিষেক, কখনও ঈশান কিষান আউট হয়েছেন।সুপার এইটে চেন্নাইয়ে ভারতের পরের প্রতিপক্ষ জিম্বাবোয়ে। ইতিমধ্যে আহমেদাবাদ থেকে চেন্নাইয়ে উড়ে গিয়েছে দল। এর মধ্যে ভাইরাল টিম বাসে অভিষেকের সঙ্গে গম্ভীরের কথোপকথনের ভিডিও। বাসের সামনের সিটে বসে ভারতের কোচ বেশ গম্ভীর মুখে কথা বলছেন অভিষেকের সঙ্গে। এমনকী সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতেকে ডেকেও কিছু কথা বলেন গম্ভীর। তবে কী নিয়ে কথা হয়েছে, তা জানা যায়নি।তবে গম্ভীরের 'পরামর্শে' অনেক ক্রিকেটভক্তই খুশি নন। একাংশের বক্তব্য, এই ধরনের কথাবার্তা তো আলাদা করেও বলা যায়। সর্বসমক্ষে করার কি খুব দরকার আছে? অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারের পর শোনা যাচ্ছে 'শর্মাজি কা বেটা'কে বসাতে নাকি আলোচনায় বসতে চলেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে বাঁহাতি ব্যাটারের জন্য 'পথ্য' জোগাড় করে ফেলেছেন ভারতের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে গম্ভীরের সহকারীর মত, হাতে আরও বেশি সময় থাকলে কিছু করা যেত।

স্টেট গেমসে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফলাফল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা স্টেট গেমসে ব্যাডমিন্টন ইভেন্টে পুরুষদের সিঙ্গলস-এ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ঋতেশ কোঠারি, অ্যালেক্স দেববর্মা; ডাবলস-এ ঋতেশ কোঠারি ও অ্যালেক্স দেববর্মা জুটি এবং ধলাই জেলার ইমন দেববর্মা ও সৌরভ দেববর্মা জুটি চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স আপ হয়ে যথাক্রমে স্বর্ণ এবং রৌপ্য পদক পেয়েছেন। মহিলাদের সিঙ্গলস-এ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আদ্রিজা দে, সরোজ খান; ডাবলস-এ আদ্রিজা দে ও সরোজ খান জুটি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সায়ন্তিকা দাস ও কথিকা সাহা জুটি চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স আপ হয়ে যথাক্রমে স্বর্ণ এবং রৌপ্য পদক পেয়েছেন।

মঙ্গলবার গভীর রাতে বটতলায় আগরতলা পুর নিগমের উচ্ছেদ অভিযান চলে।

শ্রীনগর সীমান্ত হাট পুনরায় চালুর দাবি এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি: বিএনপি সরকার গঠন করলেও ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কোন দিকে মোড় নেবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহল ও কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে জোর আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত- বাংলাদেশ। গত এক দশকে অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও সংযোগ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। তবে সরকার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সম্পর্কের ধরণ কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ভারত বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্য অংশীদার। বিদ্যুৎ, জ্বালানি, রেল সংযোগ, স্থলবন্দর ও সীমান্ত হাটের মতো প্রকল্প দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে গভীর করেছে। বাংলাদেশে ভারত-সংক্রান্ত নীতি প্রায়ই অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ইস্যু হয়ে ওঠে। ফলে নতুন সরকার জনমতের দিকে নজর রেখে নীতি নির্ধারণ করতে পারে। দক্ষিণ ত্রিপুরার শ্রীনগর এলাকায় অবস্থিত সীমান্ত হাট পুনরায় চালু হলে ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জনগণের জন্য এক নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা।

শ্রীনগরের সীমান্ত হাটটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে "জিরো লাইন"-এ একটি বিশেষ বাণিজ্যিক বাজার, যেখানে সীমান্তবর্তী এলাকার লোকেরা তুলনামূলকভাবে ছোট পরিমাণ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। এই সীমান্ত হাট বহু বছর ধরে দুই দেশের সাধারণ মানুষের সরাসরি বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এসেছে। সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবারে এই সীমান্ত হাট টি খোলা হত। স্থানীয় কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা এখানে সরাসরি নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করার সুযোগ পেতেন। ফলে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা কম থাকায় বিক্রেতারা ন্যায্য দাম পেতেন এবং ক্রেতারাও তুলনামূলক কম দামে প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করতে পারতেন। ২০১৫ সালে শ্রীনগর-ছাগলনাইয়া সীমান্ত হাট চালু হয়েছিল। করোনা মহামারি এর কারণে ২০২০ সালে হাট বন্ধ হয়েছিল। ৯ মে ২০২৩ সালে পুনরায় সীমান্ত হাট খুলেছিল। কিছুদিন স্বাভাবিক থাকার পর ২০২৪-এর রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলতার কারণে পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়। বহু ব্যবসায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

বর্তমানে সীমান্তবর্তী এলাকার জনগণ এবং ব্যবসায়ীরা চাইছে এই হাট আবার পুনরায় চালু করার জন্য ত্রিপুরা সরকার এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা প্রশাসন জনক গুরুত্ব সহকারে দেখেন। বাংলাদেশ সরকারের সাথে কথা বলে এই সীমান্ত হাট পুনরায় চালু করলে বহু মানুষের রোজগারের পথ হবে। স্থানীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। হাট চালু থাকলে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে নগদ অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। কৃষিপণ্য, মসলা, হস্তশিল্প, রকমারি সামগ্রীসহ বিভিন্ন স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যের বিক্রি বাড়ে। এতে গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হয় এবং বহু পরিবার তাদের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পায়। হাট কেন্দ্রিক পরিবহন, নিরাপত্তা, পরিষেবা ও অস্থায়ী দোকান পরিচালনার মাধ্যমে স্থানীয় যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সদস্যরা সরাসরি পণ্য বিক্রির মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পান। সীমান্ত হাট শুধু বাণিজ্য নয়, দুই দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ও বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যোগাযোগের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিনিময়ও বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই হাট দুই দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বের এক বাস্তব উদাহরণ।

'সেবা তীর্থ' থেকে জাতীয় সেবার পবিত্র কর্তব্যযজ্ঞ অব্যাহত থাকবে: প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): নবনির্মিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় 'সেবা তীর্থ' জাতীয় সেবার পবিত্র কর্তব্যযজ্ঞকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং এটি ক্ষমতার প্রদর্শন নয়, বরং নাগরিক ক্ষমতায়নের কেন্দ্র হয়ে উঠবেমঙ্গলবার এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী জানান, যুগাব্দ ৫১২৭, বিক্রম সম্বৎ ২০৮২, ফাল্গুন শুক্ল অষ্টমীর শুভক্ষণে নবনির্মিত সেবা তীর্থে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি এই বৈঠককে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করে জানান, দেশের স্বার্থে একাধিক নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "স্বদেশী ভাবনা, আধুনিক রূপ এবং ১৪০ কোটি দেশবাসীর অসীম সম্ভাবনার ভিত্তির উপর নির্মিত সেবা তীর্থ জাতীয় সেবার পবিত্র কর্তব্যযজ্ঞকে অব্যাহত রাখবে।"

তিনি সেবা তীর্থকে 'নতুন ভারতের পুনর্গঠনের প্রতীক' হিসেবে বর্ণনা করেন। স্বাধীনতার পর এতদিন দক্ষিণ ব্লকে অবস্থিত প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকেই সরকার পরিচালিত হয়েছেঐতিহ্য রক্ষা ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের ধারাবাহিকতায় এবার নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী জানান, সেবা তীর্থ এমন এক ভারতের প্রতিচ্ছবি, যার চিন্তাধারা নিজস্ব ঐতিহ্যে প্রোথিত, রূপ আধুনিক এবং সক্ষমতা সীমাহীন।

তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দেন, ব্রিটিশ আমলে যেখানে অস্থায়ী ব্যারাক ছিল, সেই স্থানেই সেবা তীর্থ নির্মিত হয়েছে। তাঁর কথায়, "একই স্থানে সক্রিয় জাতীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা নতুন ভারতের রূপান্তরের প্রতীক।"

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, সেবা তীর্থের কর্মসংস্কৃতি সংবিধানসম্মত মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হবে। এখান থেকে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা প্রত্যেক নাগরিকের মর্য্যাদা, সমতা ও ন্যায়বিচারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

মন্ত্রিসভা পুনর্ব্যক্ত করেছে, এখানে গৃহীত প্রতিটি সিদ্ধান্ত 'নাগরিক দেবো ভব'অর্থাৎ নাগরিকই দেবতার সমতুল্যএই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশের শেষ প্রান্তের মানুষের জীবন সহজ করা, স্বচ্ছ, সংবেদনশীল ও দায়বদ্ধ প্রশাসনিক মডেলকে আরও শক্তিশালী করাই হবে সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

ত্রিপুরা হাইকোর্টে রঞ্জিত দেববর্মার রিট খারিজ

প্রণব সরকারের বিরুদ্ধে এফআইআর না নেওয়ার পুলিশের সিদ্ধান্ত বহাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য রাজনীতিতে বহুল আলোচিত একটি রিট পিটিশন খারিজ করল ত্রিপুরা হাইকোর্ট। ২৪-রামচন্দ্রঘাট (এস/টি) কেন্দ্রের বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি-র ৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের একটি চিঠিকে চ্যালেঞ্জ করে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ওই চিঠিতে তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর নথিভুক্ত করতে অস্বীকৃতি জানানো হয়, কারণ প্রাথমিক অনুসন্ধানে "কোনও আমলযোগ্য অপরাধ" পাওয়া যায়নি বলে জানায় পশ্চিম আগরতলা থানা।

বিধায়কের অভিযোগ ছিল, 'হেডলাইন্স ত্রিপুরা ন্যাশনাল' নামে একটি ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যম তাঁর বিরুদ্ধে ভুয়া বাংলাদেশি ভোটার আইডি ও জাল জন্মসনদ সংক্রান্ত খবর প্রচার করে রাজনৈতিক ভাবমূর্তি নষ্ট করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। তিনি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, তথ্য প্রযুক্তি আইন এবং তফসিলি জাতি ও জনজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯-এর আওতায় এফআইআর রুজুর আবেদন জানান।

তবে পুলিশের বক্তব্য ছিল, অভিযোগে মূলত মানহানির বিষয় রয়েছে, যা অ-আমলযোগ্য অপরাধ। পাশাপাশি জাল নথি তৈরিতে অভিযুক্তদের সরাসরি সম্পৃক্ততার কোনও প্রাথমিক প্রমাণও পাওয়া যায়নি।

শুনানিতে পিটিশনার পক্ষ দাবি করে, অভিযোগে আমলযোগ্য অপরাধের উপাদান থাকলে এফআইআর নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তি দেয়, ১ জুলাই ২০২৪ থেকে কার্যকর নতুন নাগরিক সুরক্ষা আইনের অধীনে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রাথমিক অনুসন্ধান বৈধ। তারা আরও উল্লেখ করে সাংসদ ইমরান প্রতাপগড়ি সংশ্লিষ্ট একটি মামলার পর্যবেক্ষণ, যেখানে ৩ থেকে ৭ বছর শাস্তিযোগ্য অপরাধে প্রাথমিক অনুসন্ধানের বৈধতা স্বীকৃত হয়েছে।

বিচারপতি ড. টি. অমরনাথ গৌড় রায়ে স্পষ্ট করেন, নতুন আইনের অধীনে তদন্তের পদ্ধতি পুরনো ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৪ থেকে ভিন্ন। পুলিশ প্রাথমিক অনুসন্ধান করে যুক্তিসহ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে এবং অভিযোগকারীকে তা অবহিত করেছে। ফলে প্রক্রিয়াটি আইনের পরিপন্থী নয়।

আদালতের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, অভিযোগে মানহানির উপাদানই প্রধান এবং এসসি/এসটি আইনের অপরাধের প্রাথমিক উপাদানও স্পষ্ট নয়। সেই কারণেই রিট পিটিশন খারিজ করা হয়েছে।

এই রায় রাজনৈতিক পরিসরে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিয়েছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। আদালত কার্যত ইঙ্গিত দিয়েছে, আইনের প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে চাপ সৃষ্টির কৌশল সফল হবে না। অভিযোগে যথাযথ প্রমাণ ও আইনি উপাদান থাকা আবশ্যক।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মানহানির সীমা এবং নতুন ফৌজদারি আইনের বাস্তব প্রয়োগ এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মামলাটি ভবিষ্যতে দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে বলে মত আইন বিশেষজ্ঞদের।

ত্রিপুরায় ফের সক্রিয় সারমেয় পাচার চক্র, চাকমাঘাটে বস্তাবন্দী অবস্থায় উদ্ধার দেশীয় প্রজাতির সারমেয়

আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি: রাজ্যে আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে সারমেয় পাচার চক্র। সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছে মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন চাকমাঘাট চামপ্লাই এলাকায়। রাতের আঁধারে চার-পাঁচটি দেশী প্রজাতির সারমেয় পাচারের উদ্দেশ্যে বস্তাবন্দী অবস্থায় জঙ্গলে ফেলে রাখা হয়। মঙ্গলবার সকালে এলাকার সচেতন নাগরিকদের নজরে আসে ঘটনাটি। তারা দ্রুত খবর পাঠান মুঙ্গিয়াকামী থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং উদ্ধার অভিযানে নামে।

রাজ্যের সারমেয় সংরক্ষণকারী সংস্থা 'পশম" আগরতলা থেকে ছুটে এসে কুকুরগুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বর্তমানে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা হয়েছে।

এলাকাবাসীদের দাবি, এই পাচার বাণিজ্যের সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজনের নাম জড়িত। বিশেষ করে লনসা ত্রিপুরা ও বাদল দেববর্মা-র নাম উঠে এসেছে বলে অভিযোগ।

তাদের মতে, দীর্ঘদিন ধরেই এই অঞ্চলে সারমেয় পাচার চক্র সক্রিয় এবং প্রশাসনের নজরদারি প্রয়োজন।

ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সচেতন নাগরিকরা মনে করছেন, সময়মতো পুলিশ ও সংরক্ষণ সংস্থা পদক্ষেপ না নিলে আরও বড় আকার নিতে পারে এই পাচার চক্র।

এই ঘটনায় স্পষ্টত্রিপুরায় সারমেয় পাচার চক্র আবারও সক্রিয় হচ্ছে। প্রশাসন ও সংরক্ষণ সংস্থার দ্রুত পদক্ষেপে প্রাণগুলো উদ্ধার হলেও পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠছে সর্বত্র।

রাতের আঁধারে দুঃসাহসিক চুরি, ১ লক্ষ নগদ ও ৩ লক্ষ টাকার রাবার উধাও

তেলিয়ামুড়া, ২৪ ফেব্রুয়ারী: তেলিয়ামুড়া থানাধীন মধ্য ব্রহ্মছড়া এলাকায় গতকাক গভীর রাতে এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় রাবার ব্যবসায়ী রাজকুমার সরকারের গোডাউনে হানা দিয়ে দুর্বৃত্তরা বিপুল পরিমাণ রাবার ও নগদ অর্থ চুরি করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী রাজকুমার সরকার জানান, মঙ্গলবার সকালে তিনি গোডাউনে এসে দরজা ভাঙা ও ভেতরের মালপত্র এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পান। পরিস্থিতি দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি তেলিয়ামুড়া থানায় জানান।

ব্যবসায়ীর অভিযোগ, চোরের দল প্রায় ২ টন রাবার সিট, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩ লক্ষাধিক টাকা, এবং প্রায় ১ লক্ষাধিক টাকা নগদ অর্থ নিয়ে চম্পট দেয়। গোডাউন থেকে কীভাবে এত বিপুল পরিমাণ রাবার সরানো হল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজকুমার সরকার প্রশাসনের কাছে দ্রুত অভিযুক্তদের শনাক্ত করে চুরি যাওয়া রাবার ও নগদ অর্থ উদ্ধারের দাবি জানান। তিনি এলাকায় রাতের নিরাপত্তা জোরদারেরও আবেদন করেছেন।

মধুপুরে পাচারের সন্দেহে পাঁচ গবাদি পশু উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি: গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পাঁচটি গবাদি পশু উদ্ধার করল মধুপুর থানার পুলিশ। সোমবার গভীর রাতে এই সাফল্য পায় পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাত প্রায় তিনটা নাগাদ কোনাবন ইটভাট্টা সংলগ্ন এলাকায় পাচারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি গবাদি পশু বেঁধে রাখা হয়েছেএমন তথ্য পেয়ে মধুপুর থানার একটি দল সেখানে অভিযান চালায়। ঘটনাস্থল থেকে পাঁচটি গবাদি পশু উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়।

চারমাস ধরে নিখোঁজ যুবক, পুলিশের দ্বারস্থ হয়েও মিলছে না হদিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি: বিগত চারমাস ধরে নিজ বাড়ি থেকে নিখোঁজ সুরজিৎ পাল নামে এক যুবক। থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেও এখনো পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির হদিশ পেলোনা পুলিশ। উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে নিখোঁজের মা ও তার পরিবারের লোকেদের। ঘটনা ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় থানাধীন পূর্বরাতাছড়া কালাপানি এলাকায়। পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তা ও অসহযোগিতার অভিযোগ পরিবারের লোকেদের।

ত্রিপুরার ফটিকরায় থানাধীন কালাপানি এলাকা থেকে চারমাস ধরে নিখোঁজ এক যুবক। এবিষয়ে পুলিশে জানিয়েও মিলছেনা যুবকের হদিশ। এবিষয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তা ও অসহযোগীতার অভিযোগ তুলেছেন পরিবারের লোকেদের। ঘটনা ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় থানা এলাকার কালাপানী গ্রামে। নিজ বাড়ি থেকেই বিগত চার মাস ধরে নিখোঁজ বছর ৩৫-এর সুরজিৎ পাল নামে ঐ যুবক।

এনিয়ে থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হলেও তার সন্ধান বের করতে ব্যর্থ পুলিশ। এবিষয়ে নিখুঁত যুবকের মা সঞ্চিতা পাল জানান, বিগত তিন মাস ধরে নিজ বাড়ি থেকে নিখোঁজ তার ছেলে সুরজিৎ। কুমারঘাট যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। এরপরই ছেলের খোঁজ পেতে থানার দ্বারস্থ হয় ঐ যুবকের মা। তিনি নিখোঁজ ডায়েরি করেন ফটিকরায় থানায়। তার অভিযোগ নিখোঁজ ডায়েরি করার এক মাস অতিক্রান্ত হলেও ছেলের হদিস বের করতে এখনো নিষ্ক্রিয় পুলিশ।

তিনি জানান রাবার বাগানে কাজ করতো তার ছেলে। সঞ্চিতা দেবী জানান, ছেলে নিখোঁজ হওয়ার পর সমস্ত আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে খোঁজ খবর করেছেন তারা। কিন্তু তাও কোন হদিশ মেলেনি তার। অসহায় অবস্থায় পুলিশ প্রশাসনের কাছে ছেলেকে খুঁজে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন ঐ মা যুবকের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন তার মা সহ পরিবারের লোকেরা।

এদিকে ছেলেকে খুঁজে বের করার কাজে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুললেন নিখোঁজ যুবকের মা। তিনি অভিযোগ করেন, নিখোঁজ ডায়েরি করার পর থানা থেকে রিসিভ কপি চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাকে সেই রিসিভ কপি দিতে অস্বীকার করে থানা কর্তৃপক্ষ। এবিষয়ে কোন রিসিভ কপি দেওয়া যাবেনা বলে তাকে ফটিকরায় থানা কর্তৃপক্ষ সাফ জানিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। ছেলের খোঁজ পেতে পুলিশের দরজায় গিয়ে রীতিমতো পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগই এদিন আনলেন নিখোঁজ সন্তানের মা। তিনি এখনো চাইছেন তার ছেলেকে অতিসত্বর খুঁজে বের করুক প্রশাসন। টানা তিন মাসের ও বেশি সময় ধরে ছেলের খোঁজ না পেয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে তার মা সহ গোটা পরিবারের। চারমাস ধরে ছেলেকে না পেয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন ছেলের মা সহ তার পরিবারের লোকেরা। ছেলেকে খুঁজে দিতে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও অসহযোগিতায় পুলিশের ভূমিকায় চাপা ক্ষোভে ফুঁসছেন নিখোঁজ ছেলের পরিবার। প্রশাসন দ্রুত নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে বের করুক চাইছেন তার মা সহ পরিবারের লোকেরা।

বিশালগড়ে জলসেচ প্রকল্প নিয়ে কংগ্রেসের অভিযোগ ভিত্তিহীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ ফেব্রুয়ারি: বিশালগড়ের উত্তর রাউৎখলায় জলসেচ প্রকল্প অচল হয়ে আছে বলে সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযোগ তুলেন কংগ্রেস। কিন্তু কিছুক্ষণ পর স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরাই এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। উত্তর রাউৎখলায় বিজয় নদের তীরে একটি জলসেচ প্রকল্প রয়েছে।

মঙ্গলবার এই প্রকল্পটি অচল বলে দাবি করে কংগ্রেসের একাংশ নেতৃবৃন্দ। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে খবর প্রকাশ হতেই ঘটনাস্থলে ছুটে যান সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এসডিও সহ আধিকারিকরা। জড়ো হয় এলাকার কৃষক সহ জনতা। সকলের সামনেই সুইচ টিপতেই চালু হয়ে যায় মোটর। অর্থাৎ জলসেচ প্রকল্পটি চালু রয়েছে।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত দেবকে জড়িয়ে বিভ্রান্ত ছড়ানো হয়েছে বলে দাবি করেন স্থানীয় কৃষকরা। এমনকি এলাকার কৃষক কংগ্রেস কর্মী দুলাল মিয়া নিজ দলের নেতাদের মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা জানান। তিনি বলেন জলসেচ প্রকল্প চালু রয়েছে। তবে এলাকার সুবিধার্থে কৃষকদের পরামর্শ মতো প্রকল্পটি পাশের জমিতে স্থানান্তর করা হবে। এই সিদ্ধান্ত স্থানীয় কৃষকদের।

এনিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো কিংবা বিধায়ককে জড়িয়ে বদনাম করার ঘটনার নিন্দা জানান স্থানীয় চাষীরা। সবমিলিয়ে এদিন কংগ্রেসের মুখে চুনকালি মেখে দিয়েছে খোদ কংগ্রেস কর্মীরাই। তাদের অভিযোগ যারা সাংবাদিক সম্মেলন করেছে তারা কংগ্রেসের কোন দায়িত্বে নেই। সংবাদ মাধ্যমে নিজেদের প্রচার করতে বিভ্রান্ত মূলক সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। এ বিষয়ে বিজেপির মন্ডল সভাপতি তপন দাস জানান অপপ্রচার করে ষড়যন্ত্র করে বিশালগড়ের উন্নয়ন স্তব্ধ করতে পারবে না। বিধায়ক সুশান্ত দেবের উদ্যোগে এলাকার অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে। এ কথা এলাকার মানুষেরা স্বীকার করেছে।

সন্ধ্যারাতে ই-রিক্সার চারটি ব্যাটারি চুরি, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি: ভাড়ার ই-রিক্সা চালিয়েই কোনওরকমে চলছিল সংসার। কিন্তু এক রাতের চুরির ঘটনায় কার্যত পথে বসার উপক্রম এক টমটম চালকের। টমটমের চারটি ব্যাটারি চুরি হয়ে যাওয়ায় চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন তিনি।

ঘটনাটি ধর্মনগর থানা এলাকার পূর্ব হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকার বাসিন্দা আসিম শর্মা ভাড়ায় নেওয়া একটি টমটম চালিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ করতেন। প্রতিদিনের মতো সোমবার সন্ধ্যায় তিনি পূর্ব হুরুয়া রেশন দোকান সংলগ্ন এলাকায় গাড়িটি রেখে পাশের একটি বাড়িতে যান।

অল্প সময় পর ফিরে এসে তিনি দেখতে পান, টমটমের চারটি ব্যাটারিই চুরি হয়ে গেছে। ঘটনায় হতবাক হয়ে পড়েন তিনি।

১৮ মাস পর চালু আগরতলা ঢাকা-কলকাতা বাস পরিষেবা

আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি: দীর্ঘ ১৮ মাস বন্ধ থাকার পর আগরতলা — কলকাতা ভায়া ঢাকা যাত্রীবাহী বাস পরিষেবা পুনরায় চালু হয়েছে। আজ যাত্রীদের স্বাগত জানাতে আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে উপস্থিত ছিলেন পরিবহনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টিআরটিসি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সমর রায়, এমডি হেমন্ত দেববর্মা সহ অন্যরা।

প্রসঙ্গত, ২০০৩ সালে শুরু হয়েছিল আগরতলা-কলকাতা ভায়া ঢাকা মৈত্রী এবং শ্যামলী বাস পরিষেবা। পরবর্তীতে বাংলাদেশের অস্থিরতার কারণে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে বন্ধ ছিল এই পরিষেবা।বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতির কারণে এবং যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে এই পরিষেবাটি বন্ধ রাখা হয়েছিল। বাংলাদেশে তারেক রহমানের নেতৃত্বে স্থিতিশীল সরকার গঠন হওয়ার ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে ভিসা সরলীকরণ করা হয়েছে। ফলে আজ থেকে পুনরায় এই পরিষেবা চালু হওয়ায় বাংলাদেশ এবং রাজ্যের যাত্রী সাধারণ যে উপকৃত হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এদিন পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে বলেন, মৈত্রী ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও মজবুত হয় এবং উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়। এই বাস পরিষেবা শুধুমাত্র যাতায়াতের মাধ্যম নয় বরং দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের এক গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন। যা শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য।

তিনি আরও জানান, এই পরিষেবা পুনরায় চালু হওয়ার ফলে দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ, পর্যটন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ সুগম হবে বলেও আশাবাদী তিনি।

তাঁর কথায়, বাংলাদেশকে ভারত সবসময়ই আত্মীয় ও প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচনা করে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো অস্থিরতা বা অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হলে তা ভারতের মানুষের কাছেও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতীতে দুই দেশের সম্পর্কে কিছুটা শীতলতা দেখা দিয়েছিল। তবে বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠনের পর পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে এবং ভারত---বাংলাদেশ সম্পর্ক আবারও ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে।

দুই দেশের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে উভয় পক্ষই আগ্রহী বলে তিনি জানান। তাঁর মতে, যেমনভাবে এই বাস গন্তব্যে পৌঁছবে তেমনি দুই দেশও পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে।

বিশালগড়ের করুইমুড়া বাজারে সাইকেল-বাইক সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৪ ফেব্রুয়ারি: বিশালগড়ের করুইমুড়া বাজার এলাকায় সাইকেল ও মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতের দিকে করুইমুড়া বাজার সংলগ্ন সড়কে একটি বাইক ও একটি সাইকেলের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের জেরে বাইক আরোহী মিশন আলম এবং সাইকেল আরোহী তনয় লস্কর রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় ছিটকে পড়েন। দুর্ঘটনার তীব্রতায় ঘটনাস্থলেই তাদের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হয়ে ওঠে।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে। এ বিষয়ে একটি মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas